ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 May, 2021 ■ আগরতলা, ২৫ মে, ২০২১ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে করোনায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৪২৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। রাজ্যে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা কিছুটা কম হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যাও কম মিলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৭,১৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৪২৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার প্রায় একই ৫.৯৩ শতাংশ। এদিকে, ফের পাঁচ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়েই চলেছে।

কারণ, প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। এক্ষেত্রে দৈনিক আক্রান্তের তুলনায় সুস্থতার সংখ্যা বেশি, এতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে। কেননা নতুন করে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে ১৬০ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। তবে কিছুটা সংক্রমণ এই জেলায় কমেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৭,৫২৯ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআর ৯৮২ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬,২০২ জনকে নিয়ে মোট ৭,১৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, আরটি-পিসিআরে ৩৫ জন এবং র্যাাপিড অ্যান্টিজেনে ৩৯১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪২৬ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। অনেকদিন পর দৈনিক সুস্থতার সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এর ফলে বর্তমানে করোনা-আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭,৫২৯ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪৬,৫২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৮,৪৬৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.৩৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৮২.৭৯ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০১ শতাংশ। নতুন করে পাঁচজনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৬৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষ স্থান দখল করছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১৬০ জন, দক্ষিণ জেলায় ৬৪ জন, গোমতি জেলায় ২৯ জন, ধলাই জেলায় ৪৩ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৬০ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩০ জন, উনকোটি জেলায় ২৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম জেলায় কিছুটা সংক্রমণ কমেছে। কিন্তু দক্ষিণ ও সিপাহিজলা জেলা করোনার দৈনিক সংক্রমণ সমানে সমানে চলছে।

২৪ ঘন্টায় দেশে মৃত্যু ৪৪৫৪

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.)।। ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েকদিন ধরে কমেই চলেছে, সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকল সোমবারও। সংক্রমণ কমলেও, দৈনিক মৃত্যু ফের ৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ২২ হাজার ৩১৫ জন। এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,৪৫৪ জন রোগীর। একইসঙ্গে রবিবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ০২ হাজার ৫৪৪ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুততার সঙ্গে চলছে টিকাকরণ, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৯,৬০,৫১,৯৬২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৮৪,৬৮৩। ৮৪,৬৮৩ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭১৬-তে (১০.১৭ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২,২২,৩১৫ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬৭,৫২,৪৪৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য

কোভিড-১৯

মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪ হাজার ৪৫৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৩,৭২০ জন (১.১৪ শতাংশ)। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭১৬ জন।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতাই প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ০২ হাজার ৫৪৪ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৩৭,২৮,০১১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৮.৬৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৬২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৯,৪২,৭২২ জনকে।

ভারতে ৩৩.০৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ মে সারা দিনে ভারতে ১৯,২৮,১২৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৩,০৫,৩৬,০৬৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,২৮,১২৭ জনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত বেড়ে ৫,৪২৪ জন

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): করোনা-সংক্রমণের মধ্যেই ভারতে বাড়তে শুরু করেছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকরমাইকোসিসের সংক্রমণ। এই রোগকে ইতিমধ্যেই 'মহামারি' আখ্যা দিয়েছে কেন্দ্র। সাধারণত করোনা- আক্রান্তদের শরীরেই এই রোগ বেশি দেখা যাচ্ছে।

বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট ৫ হাজার ৪২৪ জনের শরীরে মিউকরমাইকোসিসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে, দেশের ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫,৪২৪ জনের শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন।

এদিন কোভিড-১৯ নিয়ে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। ওই বৈঠকেই হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, এযাবৎ ভারতের ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ৫ হাজার ৪২৪ জনের শরীরে মিউকরমাইকোসিসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ৫,৪২৪ জনের মধ্যে ৪,৫৫৬ জন রোগী কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন। ৫৫ শতাংশই ডায়াবেটিসের রোগী। প্রসঙ্গত, সাধারণত করোনা আক্রান্তদের শরীরেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ বেশি ঘটছে। দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা যাচ্ছে সংক্রমিতদের মধ্যে।

অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে বসবাস গণধোলাই পুলিশ কনস্টেবলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ মে।। অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে অবৈধভাবে ভাড়া করা বাড়িতে বসবাস এক পুলিশকর্মীর। তাকে আটক করল এলাকার জনগণ। ঘটনা বিশালগড় মহাকুমার গকুলনগর এলাকায়। জানা যায় পুলিসকর্মীর নাম নন্দকুমার দেববর্মা।

বর্তমানে মধুপুর থানা কনস্টেবল পদে কর্মরত আছেন। গত একমাস ধরে তার পরিবারের অজান্তে অন্যের এক স্ত্রীকে নিয়ে গকুলনগর এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া করে অবৈধভাবে বসবাস করছে। এ ঘটনা জানাজানি হতেই সোমবার সকালবেলা এলাকার পুরুষ ও মহিলা সবাই একত্রিত হয়ে ভাড়া বাড়িতে দুইজনকে আটক করে।

খবর পেয়ে ছুটে আসে মধুপুর থানার পুলিশ এবং এই পুলিশকর্মীর স্ত্রী সহ পরিবারের লোকজন। জানা যায় উক্ত মহিলা পুলিসকর্মীর শ্যালকের স্ত্রী। ওই মহিলার সন্তান রয়েছে। এঘটনায় ঘিরে গোটা গকুলনগর এলাকায় ছি ছি রব উঠেছে।

করোনা মোকাবিলায় কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। কোভিড সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সোমবার হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা গৃহীত হয়েছে। আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন। রাজ্যেও করোণা আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাতে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে চলেছে। বিশেষ করে সংকট কালে অক্সিজেনের অভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

ত্রিপুরা রাজ্য যেহেতু করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে সেহেতু রাজ্যের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে হাইকোর্টে

সোমবার জনস্বার্থ বিষয়ক এক রিট পিটিশন দায়ের করেন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ কে কুরেশি এবং বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র ডিভিশন বেঞ্চে জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থ বিষয়ক এই মামলাটি শুনানির জন্য উঠে। আদালত এই মামলার শুনানিকালে করোণা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে এক সপ্তাহের মধ্যে আদালতে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। মামলাটি পরিচালনা করছেন আইনজীবী রুবেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবন্ধী নাবালিকাকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ভিন্নধর্মী শারীরিক প্রতিবন্ধী ১৬ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ ও পরে ধর্ষণের মামলায় আটক এক ব্যক্তি।ধৃত ব্যক্তির নাম জসীম উদ্দিন। বাড়ি তারকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডে।অভিযুক্ত জসীম উদ্দিনকে আজ আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিস। এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ৭ মে শুক্রবার সকাল আনুমানিক ১১ টা নাগাদ উত্তর জেলার কদমতলী থানাধীন কদমতলা ব্লক এলাকা থেকে ভিন্নধর্মী শারীরিক প্রতিবন্ধী ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে কে বা কারা অপহরণ করে নিয়ে যায়।তার পরের দিন অপহরণকারী নাবালিকার বাড়িতে ফোন করে জানায়,সে নাকি ওই নাবালিকাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেছে। অপহরণকারীর ফোন পেয়ে নাবালিকার পরিবার জানতে পারে অভিযুক্ত অপহরণকারী কদমতলা থানা এলাকার তারকপুর গ্রামের তনু দাস নামের এক ব্যক্তি।

যে তনু দাস তাদের বাড়িতে কিছুদিন যাবত আসা-যাওয়া করছিল এবং তার পরিচয় তনু দাস নামে দিয়েছিল। এমনকি নাবালিকাকে তার ভাইয়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু ওই ব্যক্তির প্রস্তাবে নাবালিকার পরিবার সহমত পোষণ করেনি বলে নাবালিকার পরিবারের দাবি।পরে বালিকা পরিবারের লোকজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমালোচনায় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। রবিবার রাতের কোন এক সময়ে তেলিয়ামুড়া শান্তিনগর গ্রামের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক ব্যক্তি দীর্ঘ বছর রোগ ভোগের পর মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। এলাকার সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মাকে বার-বার ফোন করা হলেও তিনি কিন্তু ফোন ই রিসিভ করার প্রয়োজন টুকুও মনে করেনি।

পরবর্তী সময়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক তথা তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের সি ই ও ভাস্কর ভট্টাচার্য্য তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের শববাহী গাড়ি কে ফোন যুগে ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য বলে। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের শববাহী গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের করোনা পরীক্ষা করা হলে তার শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়।

এদিকে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করে জানান, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ফোন যুগেজৈনিক ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ সেই খবর জানানো হয় কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের করুনার কাজে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মা ওই এলাকায় গিয়ে জনৈক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের ৭ দিনেই স্বামীর সংসার ছেড়ে আসা নাবালিকার জায়গা হল হোমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ভালোবেসে বিয়ে করে নাবালক স্বামীর সংসার থেকে পালিয়ে এসে নাবালিকার স্থান হল হোমে। ঘটনা উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমায়।অসহায় নাবালিকাকে হোমে পাঠালো চাইল্ড লাইন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঊনকোটি জেলার পেচারথাল এর পুরাতন শিব বাড়ি এলাকার এক চৌদ্দ বছর বয়সী নাবালিকা মেয়ের পরিচয় হয় উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন প্রত্যেকরায় এলাকার এক নাবালক এর সাথে।

জানা যায় প্রায় মাস দেড়েক আগে নাবালিকা মেয়েটি র সাথে নাবালক ছেলেটির ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেই সম্পর্ক পরিণত হয় বৈবাহিক সম্পর্কে। শুরু হয় নাবালক নাবালিকার নতুন বৈবাহিক জীবন !কিন্তু বিয়ে হওয়ার সাত দিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। নাবালিকা মেয়েটি অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নাবালক স্বামীর ঘর থেকে অর্থাৎ প্রত্যেক রায় থেকে হেটে পালিয়ে আসে।

প্রায় দশ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে আসার পর পরিশ্রান্ত হয়ে ধর্মনগর এর দীঘলবাগ এলাকায় আসার পর একটি দোকানের সামনে বসে পরে !অনেকটা সময় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে তিন তারা হোটেলে গড়ে উঠছে বেসরকারি কোভিড কেয়ার সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় এবার বেসরকারি কোভিড কেয়ার সেন্টার গড়ে উঠছে। আগরতলায় একটি তিনতারা সমতুল্য হোটেলে এই কোভিড কেয়ার সেন্টার গড়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা করোনা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বৈঠকে এ-সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার জেলাস্তরে কমিটি গঠন করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা করোনা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সোমবার পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, সুরজিৎ দত্ত, বৃষকেতু দেববর্মা, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক, এনএইচএম মিশন অধিকর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা সভাধিপতি, জেলা পুলিশ সুপার,

পুলিশ প্রশাসনের অধিকারিক সহ অন্যান্যরা। পশ্চিম জেলা করোনা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ডিভাইন টাচ নামে একটি ক্লিনিক সেন্টার ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো বেসরকারিভাবে কোভিড কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জিঞ্জার হোটেলে গড়ে উঠবে এই বেসরকারি কোভিড কেয়ার সেন্টার। অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে রোগীরা পরিষেবা নিতে পারবেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, এখন থেকে অর্থের বিনিময়ে আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইচ্ছে করলে অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো যাবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আগরতলার বাজারগুলিতে দ্রব্যমূল্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সংকট রাজ্যের পৃথক স্থানে পথ অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার উত্তর তাকমা পঞ্চায়েতের কড়ইচন্দ্র পাড়ায় পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলো এলাকাবাসী। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত উত্তর তাকমা পঞ্চায়েতের অধীনে কড়ইচন্দ্র পাড়ার লোকজনেরা দীর্ঘ দিন যাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভূগছেন। দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে এলাকার পানীয় জলের উৎস গুলি শুকিয়ে গেছে। জলকষ্ট চরম আকার ধারণ করেছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে হাতে কলস নিয়ে এলাকার রাস্তা অবরোধ করেন গ্রামের মহিলারা।

পাম্প অপারেটারের নিকট জল না আসার কারন জানতে চাইলে পাম্প অপারেটর এলাকাবাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসী জানান, তারা পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না। অপরিশোধিত জল পান করে জলবাহিত নানা রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছেন।জলের মধ্যে অসখ্য আয়রন রয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ ,ভোটের সময় এলাকার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং প্রতিনিয়ত ভোটের জন্য এলাকাবাসীর নিকট ছুটে যেতেন। অথচ বর্তমানে এলাকাবাসীর অসুবিধার কথা জানতে পেরেও বিধায়ক একটি বারের জন্যও এলাকায় আসছেন না।অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার পর সোমবার সকালবেলা এলাকায় পথ অবরোধে বসে গ্রামের মহিলারা। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে দপ্তর কি পদক্ষেপ গ্রহন করে। পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কাঠফাটারোদে তৃষ্ণা মেটানোর জল পাচ্ছেন না ধর্মনগরের পূর্ব রাধাপুর এলাকার বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে প্রতিবাদে সামিল হন গ্রামবাসীরা। ৬ দিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভোগছেন ধর্মনগর পূর্ব রাধাপুর গ্রামের প্রায় ১৫০ টি পরিবার। রাজ্যের শাসকদল নির্বাচনের পূর্বে ভিশন ডুকুমেন্টে সকলের জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে অটল জলধারা যোজনার মত প্রকল্পের কাজ চলছে। সে জায়গায় শাসক দল পরিচালিত ধর্মনগর শহর লাগোয়া একটি গ্রামের পানীয় জলের পাম্প বিকল হওয়ায় ৬ দিন যাবত জনগন পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। তা মেনে নিতে পারছেন না গ্রামবাসিরা। জনগনের অভিযোগ এমন সমস্যা গ্রামে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। ৬ দিন যাবত পানীয় জল নেই। অথচ গ্রামের প্রধান উপ-প্রধানকে জানানো হলেও তাদের কোন উদ্যোগ নজরে পরেনি। আগে একটা সময় পাম্প বিকল হয়ে পরলে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে বাড়ি বাড়িতে দেওয়া হত পানীয় জল।

কিন্তু এখন গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে কোন ভূমিকা নেই। পঞ্চায়েতের প্রধান বৃন্দাবন দাস উত্তর জেলার কিষান মোর্চার সভাপতি। কিন্তু উনার বাড়ির সাথেই গ্রামের বহু পরিবারের পানীয় জলের পাম্পটি এতদিন যাবত নষ্ট।কিন্তু পাম্প সারাইয়ের বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২২১ ▫ ২৫ মে ২০২১ ইং ▫ ১০ জৈষ্ঠ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়

সব দায় যেন সরকারের ঘাড়ে ঠেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। প্রসঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক। তাহারা বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমের বিনিময়ে রোজগার করিয়া জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। সরকারকে ফ্যাসাদে ফেলিতে পরিযায়ী শ্রমিকের জুড়ি নাই। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়াছে, সকল পরিযায়ী শ্রমিককে বিনামূল্যে রেশন দিতে হইবে, তাঁহাদের পরিচয়পত্র দাবি করা চলিবে না। গণরসুইও শুরু করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার রাজ্য সরকারের প্রতি এই নির্দেশ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা মাত্র। পরিযায়ী শ্রমিকদের সকল প্রকার সুরক্ষার জন্য রাজ্য কী করিতেছে, তাহা হলফনামা দিয়া জানাইতে বলিয়াছে আদালত। একে অতিমারি সামলাইবার কাজের বোঝা, তাহার উপর শ্রমিক কল্যাণের শাকের আঁটি সরকারে থাকিলে কতই না চাপ সহিতে হয়! দেশবাসীও বিস্মিত। গত বৎসর ১৬ মে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করিয়াছিলেন, এক বৎসরের মধ্যে 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' নীতি কার্যকর হইবে। সেই প্রতিশ্রুতি কি তবে পূরণ হয় নাই? নচেৎ কেন শ্রমিকের পরিচয়পত্র না দেখিয়া রেশন দিবার নির্দেশের প্রয়োজন হইল? তবে বুঝি ভারতের রেশন দোকানে ডিজিটাল যুগ আসে নাই। শ্রমিকরাও বড়ই অবুঝ। তাঁহারা খাদ্যসুরক্ষা, এবং ঘরে ফিরিবার বাস-ট্রেন পাইবার জন্য সরকারের মুখ চাহিয়াই বসিয়া আছেন। হয়তো গত বৎসরের অভিজ্ঞতা তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। ঘরে ফিরিবার পথে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্ঘটনায়, পথশ্রমে, অনাহারে মৃত্যুর কথা মনে করিলে তাঁহারা হয়তো এখনও কাঁপিয়া উঠেন। প্রশাসন অত দুর্বলচিত্ত নহে, দরিদ্রকে 'আত্মনির্ভর' হইবার পরামর্শ দিয়া নিশ্চিন্তে ছিল। গোল বাধাইল সুপ্রিম কোর্ট। তাহার নির্দেশ, পরিযায়ীদের জন্য নিখরচায় খাদ্য ও পরিবহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে সরকারকে।

দেশবাসী দেখিতেছে, আদালত তাড়না না করিলে পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য প্রশাসন কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য নির্দেশ পাইলেই তাহা পালন করে, এমনও নহে। ২০২০ সালে মার্চে লকডাউন শুরু হইবার পরে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে প্রবল সমস্যায় পড়িতে হয়, তাহার প্রতিকার চাহিয়া জনস্বার্থ মামলা হইয়াছিল শীর্ষ আদালতে। অতঃপর শীর্ষ আদালত একের পর এক নির্দেশ দিয়াছে, এবং কিছু দিন পরেই সরকারকে তলব করিয়া হলফনামা দাবি করিয়াছে, কেন সেই নির্দেশ কাজে পরিণত হয় নাই। যেমন, গত বৎসর মে মাসে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে বাস ও ট্রেনে ঘরে ফিরিবার ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছিল আদালত। জুন মাসেই বিচারপতিরা জানিতে চাহিয়াছেন, কেন সরকার পরিবহণে ভাড়া দাবি করিতেছে। এই বৎসরও আদালত জানিতে চাহিয়াছে, এই বিষয়ে গত বৎসরের নির্দেশ কেন অনুসৃত হয় নাই।

করোনাা কালে শ্রমিকদের নিয়া রীতিমতো বিপাকে পড়িয়া আছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গুলি। এর দায় সরকার এড়াইতে পারে নাা, ঠিক তেমনি পরিযায়ী শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া পরিস্থিতি বিবেচনা আগেভাগেই ঘরের ফিরিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল। দায়িত্বজ্ঞানহীন মানসিকতার কারণেই তাহারা বিপদে পড়িয়াছে। এর দায় শুধুমাত্রর সরকারের ঘাড়ে চাপাইলেই চলিবে না। করুনা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যেক জনগণকে সচেতন থাকা জরুরী।

গঙ্গা-যমুনা দিয়ে ভেসে চলেছে কাদের মৃতদেহ?

শোভনলাল চক্রবর্তী

সম্প্রতি একটি হাড় হিম করা দৃশ্য দেখে যানবাহন থমকে যায় উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে যমুনার উপরের সেতুতে। দেখা যায় একসঙ্গে প্রায় একডজন মৃতদেহ ভেসে চলেছে নদীর স্রোতে। দু'টি দেহ আটকে রয়েছে পাড়ের কাছে চরে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। ট্রাক্টর দিয়ে দেহগুলিকে টেনে এনে সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। একই ছবি বিহারের বক্সা জেলায়। সেখানে প্রায় ৪৫টি মৃহদেহ ভেসে যেতে দেখা যায় গঙ্গা দিয়ে। বিহারের মানুষের দাবি এভাবে মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ নেই বিহার। মৃতদেহগুলি ভেসে আসছে উত্তরপ্রদেশের দিক থেকে। চাপে পড়ে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ সুপার স্বীকার করেছেন যে কানপুর এবং কানপুর দেহাতে মৃতদেহ সৎকার না করে তা জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন মানুষ। কারণ, উপচে পড়ছে মর্গ, শ্মশানে, কবরস্থানে কোথাও ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, অবস্থা। নদীতে ভেসে যাওয়া লাশ ফিরিয়ে আনছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি। গত একবছরে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের কোভিড পরিষেবার যে ছবি বারবার সামনে এসেছে তা হল, হাসপাতালে ভয়াবহ অরাজকতা। কোভিড ওয়ার্ডে সারি সারি মৃতদেহের পাশে শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীদের কাতরানিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, কেউ ঘেঁষছে না কাছে। কোভিডের মৃত্যুসংখ্যা যখন আকাশছোঁয়া তখন অবস্থা স্বাভাবিক দেখাতে মৃতদেহ দেহ সৎকার না করে গোপনে নদীর জলে ভাসিয়ে দ্যেয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন অবশ্য অন্য কথা বলছেন, তাঁদের দাবি বাড়িতে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের দেহগুলি ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে জলে। সাধারণ মানুষ বলছেন এত মানুষের দেহ তাঁদের স্বজনরা জলে ভাসিয়ে দিলে দেহাত অঞ্চলে তা চর্চার বিষয় হয়ে উঠত। কিন্তু তেমন কোনও কবর নেই। নরেন্দ্রমোদির নিশ্চেষ্টতায় কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ এভাবে ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। টিকাকরণ থেকে অক্সিজেন বন্টন সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকার 'পারিকল্পনাহীনতা ও অকর্মণ্যতা'র পরিচয় দিচ্ছে বলে উচ্চ আদালত ভর্ৎসনা করেছেন। এত কিছুর পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের এক নম্বরে রয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নতুন সংসদ ভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রসাদোগম বাসভবন তৈরি। অথচ দেশের মানুষকে কিনা পয়সায় করোনার টিকা দিতে নারাজ কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে শাসক দল ও প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিতে প্রলেপ দিতে মাঠে নেমেছেন যোগী আদিত্যনাথের দলবল। উত্তরপ্রদেশের করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েচে দেখাতে সদা তৎপর এঁরা। সরকার যখন বলছেন উত্তরপ্রদেশে করোনার ওষুধ ও অক্সিজেনের কোনও অভাব নেই, তখন তাঁর নিজের দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বরোলির সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, হাসপাতালে অক্সিজেন অপ্রতুল, বেড থেকে ভেন্টিলেটর, ওষুধ সবেরই চলছে কালোবাজারি। ওদিকে যোগী সরকার বলছন, অক্সিজেন, ওষুধ নেই বলে যাঁরা গুজব ছড়াচ্ছেন, তাঁদের গ্রেফতার করে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে জেলে পাঠানো হবে, সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। ভাবমূর্তি রক্ষায় মৃতের সংখ্যা কম দেখাতেই কি মৃতদেহ গঙ্গা-যমুনায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে? হয়তো না। আসলে নদীর জলে যা ভেসে যাচ্ছে তা হল 'দ্য আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া'র মৃতদেহ। ভারতের সংবিধানের মৃতদেহ। ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র মৃতদেহ। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'-এর মৃতদেহ। ভারতের অগণন মানুষের 'বিবিধেঘর মাঝে দেখা মিলন মহান' -এর মৃতদেহ। আচ্ছা ভালো করে দেখুন তো ওর মধ্যে গৌরী লংকেশ বা কালবুর্গির মৃতদেহ নেই তো, নিশ্চয়ই আছে আমরা হয়তো চিনতে পারছি না। ওই আধাপোড়া মৃতদেহ হাথরাস কন্যার। ওই মৃতদেহর সারির মধ্যে আছেন আখলাক, পেহেলু খানরা। আপনারা কি অন্ধ হয়ে গেলেন? চিনতে পারছেন না কুকুরে খুবলে খাচ্ছে রোহিত ভেমুলার বেসে ওঠা মৃতদেহ। যে দলিত ছেলেটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল ঠাকুরদের কুয়ো থেকে জলতোলার অপরাধে, তার মৃতদেহ আজ ভাসছে লাশ হয়ে। তবে আমরা গুনে রাখছি। সযত্নে সযত্নে গুনে রাখছি প্রতিটি মৃতদেহের সংখ্যা। একদিন এরা সবাই জীবিত হয়ে জবাব চাইবে। আমার স্বদেশকে মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছে যে জহ্লাদরা তাদের জবাব দিতে হবে। যদি মনে করে থাকেন যে করোনা জুজু দেখিয়ে সবাইকে বাড়িতে আটকে রেখে আপৎকালীন কাজ হিসেবে সেন্ট্রাল ভিস্তা তৈরি করে ফেলবেন, তবে ভুল ভেবেছেন। যদি ভেবে থাকেন রাতের অন্ধকারে ভাসিয়ে দেবেন লাশ, তবে মনে রাখবেন রাতের এক নিজস্ব আলো আছে। কিছুই লুকোতে পারবেন না। গঙ্গায় ভাসমান লাশের ছবি দেখে সমাজ মাধ্যমে অনেকে বলেছেন ছবিগুলো তাঁদের 'সংবেদনশীলতায় আগাত করেছে, ছবিগুলো যেন সরিয়ে নেওয়া হয়। এঁরাই সেই সব মানুষ না, যাঁরা মুরগির ঠ্যাং চিরোতে চিবোতে টেলিভিশনে ইরাকের আকাশে আমেরিকার বোমাবর্ষণের লাইভ টেলিকাস্ট দেখতেন। এঁরাই সেইসব মানুষ না, যারা রাজস্থানে বাঙালি শ্রমিককে পিটিয়ে মারার ভিডিওটি ভাইরাস করেছিলেন। মাননীয়, সেইদিন কি ছুটি নিয়েছিল আপনাদের সংবেদনশীলতা? ভুলে যাবেন না, এই লাশগুলো অন্য কারুক নয়, আপনাদের নিকট আত্মীয়দের। আজ যদি মুখ না খোলেন, এই প্রধানমন্ত্রী যে কোনও দিন আপনাদের লাশ করে ছুঁড়ে দেবেন কলকাতার গঙ্গায়। এই প্রধানমন্ত্রী একজন মানসিক ভাবে অসুস্থ মানুষ, যাঁর নিজের বলতে কেউ নেই। তাঁর মা'য়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছবি তোলার, স্ত্রীকে তিনি অস্বীকার করেন, ভাইদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কে নেই। ভাইরা ভয় পান তাঁদের প্রধানমন্ত্রী দাদাকে। ভাইরাই জানিয়েছেন যে তাঁদের দাদা আরএসএসএর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কারণ, সেখানে প্রচারক যা বলেন, বাকিরা তাই শোনেন। এমন মানসিকতার একজন মানুষ অন্যের কষ্ট বুঝবেন, এ অসম্ভব। তিনি শুধু ভালোবাসেন তাঁর রিমলেস ভেলগরি চশমা, মঁব্ল্যা পেন, হাতের মোভাদো ঘড়ি, তাঁর জেড ব্লু এর তৈরি জামাকাপণ, আর দিনে দশবার সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়া। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিদ আশিস নন্দী এই মানসিকতার মানুষ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কলামে। আজ যখন গঙ্গা-যমুনায় লাশের সারি তিনি নিশ্চয় ঘন ঘন হাত ধুচ্ছে। তবে এও জেনে রাখুন মানুষ আজ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রাজা তোর কাপড় কোথায়? এই আওয়াজ ক্রমশ জমার্ট হবে, সেন্ট্রাল ভিস্তার প্রাসাদে তখন মুখ লুকিয়ে লাভ হবে না। হিটলার, চাইচেস্কু, গদ্দাফি-এঁদের কাউকে প্রাসাদ রক্ষা করতে পারেনি। আপনার পরিণতি লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়। রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থকে আমরা ব্যর্থ হতে দবে না। আসুন আজ ওই ভেসে যাওয়া লাশের সারির নামে প্রতিজ্ঞা করি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কালিয়াচকে লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার ১

কালিয়াচক, ২৪ মে (হি. স.) : পাচারের আগেই বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ একজনকে গ্রেফতার করল মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সাদিকুল শেখ (৫৫)। বাড়ি ভারত-বাংলাদেশের কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন মিলিক সুলতানপুর গ্রামে। ধৃতকে সোমবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ একটি অভিযান চালায় মিলিক সুলতানপুর গ্রামে। সেখানে সাদেকুল শেখ নামে ওই ব্যক্তি বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় সাদেকুল। একটি ব্যাগে করে ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওই ব্যাগের তল্লাশি চালিয়ে প্রায় চার হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটের আনুমানিক বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন কালিয়াচক থানার আইসি আশিস দাস।

"সাধারণ মানুষের সাহায্য দরকার": মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,২৪ মে (হি. স.) : করোনা কাঁটায় ভুগছে রাজ্যবাসী থেকে দেশবাসী। এই পরিস্থিতিতে ধেয়ে আসতে চলছে ইয়াস। তবে, আগে ভাগেই ইয়াস মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে " সাধারণ মানুষের সাহায্য দরকার" ইয়াস মোকাবিলায় মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বুধবার বিকেলেই রাজ্যজুড়ে আছড়ে পরতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। গতবছর রাজ্য জুড়ে দাপিয়ে বেরিয়েছিল ঘূর্ণিঝড় আমফান। যার জেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় শহর জুড়েও। আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগেই ইয়াস নিয়ে সর্তক প্রশাসন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইয়াসের প্রস্তুতিতে বলেন, "কলকাতা পুলিশ হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে পরিণত করার এই তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। এই কাজে এগিয়ে এসেছে বন্ধন ব্যাঙ্ক। এর সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, নার্সদের অভিনন্দন জানাই। মানুষ অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন। মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। একা সরকার তো সবটা করতে পারে না। আগামীদিনেও এইভাবেই মানুষের সাহায্য চাইছি। আমরা ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তৈরি আছি। আমফানের সময়ও বলা হয়েছিল আর্থিক সাহায্য করা হবে। রাজ্যের টাকা থেকেই রাজ্যকে সাহায্য করা হয়েছিল। আমরা কেনও বারবার বঞ্চিত হব"।

হাফলঙে সোমবার করোনায় আরও এক ব্যক্তির মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১১৩

হাফলং (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাফলঙে সোমবার আরও এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাওয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে সাত। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হাফলং সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে জেলা সদর শহরের বাসিন্দা বন বিভাগের কর্মী রাজেন খানের।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এক হাজারের ঘর অতিক্রম করেছে। সোমবার পাহাড়ি জেলায় মোট ১১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। রবিবার ডিমা হাসাওয়ে করোনার সংক্রমণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু সোমবার এই সংখ্যা বেড়ে পুনরায় বেড়ে গিয়েছে। ডিমা হাসাওয়ে করোনায় আক্রান্তের মোট সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৪৪-। তবে ইতিমধ্যে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৩০ জন। বর্তমানে পাহাড়ি জেলায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮৩ জন। এর মধ্যে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৯ জন রোগীর চিকিৎসা চলার পাশাপাশি ৫৯০ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হোম আইসোলেশনে রেখে। ছয়জন রোগীর চিকিৎসা চলছে জেলার বাইরে। ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মোট সাতজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে গত কয়েকদিন থেকে সংক্রমণের সংখ্যা কিছুটা কমলেও ডিমা হাসাও জেলায় সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ জেলার বিভিন্ন গ্রামে কোভিড পরীক্ষা বৃদ্ধি হওয়ায় এবার সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার ডিমা হাসাওয়ে মোট ৯৫৪ জনের কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ১১৩ জনের দেহে ধরা পড়েছে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি, জানা গিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে।

জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ২৪ ঘণ্টা নিরন্তর কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ অসম সরকার, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

সমীপকুমার দাস

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.) : অসমের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আগামী পাঁচ বছর প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ রাজ্যের দ্বিতীয় মেয়াদের বিজেপি জোট সরকার। বিধানসভায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি প্রদত্ত ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আজ সোমবার বিধানসভা অধিবেশনের তৃতীয় তথা শেষদিন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বলেছেন। এছাড়া সর্বানন্দ সনোয়ালের বরাক-ব্রহ্মপুত্র-পাহাড়-সমতলের সম-উন্নয়নের স্বপ্ন বাসাতবায়ন করা, এনআরসি-র পুনরীক্ষণের প্রতিশ্রুতি পালন করা, রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আলফা-স্বাধীনকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো, রাজ্যে নতুন নতুন সেতু নির্মাণ, বন্যা রোধে ব্যবস্থা, কৃষিখণ্ডের পরিকাঠামো উন্নত করা, কোভিড পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোভিড প্রটোকলের মধ্য দিয়ে গত ২১ মে নবগঠিত পঞ্চদশ বিধানসভার ত্রিদিবসীয় অধিবেশনের আজ ছিল অন্তিম দিন। অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্যপাল প্রদত্ত ভাষণের ওপর গত দুদিন চর্চা হয়েছে। এর পর আজ অধিবেশনের শেষ দিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শুরু করেন নবনির্বাচিত প্রত্যেক বিধায়ককে অভিনন্দন ও স্বাগতের মাধ্যমে। সদনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত দুই মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া ও তরুণ গগৈকেও স্মরণ করেছেন। তিনি বলেন, প্রয়াত হিতেশ্বর শইকিয়ার হাত ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পণ করেছিলেন তিনি। এর পর তরুণ গগৈয়ের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে বহুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সর্বোপরি সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বজন শ্রদ্ধেয় সর্বানন্দ সনোয়ালের মূল্যবোধের রাজনীতি শিরোধার্য করে ভবিষ্যতে রাজ্যবাসীর কল্যাণে দিবানিশি কাজ করে যাবেন। সর্বানন্দ সনোয়ালের মতো পথপ্রদর্শকের আদর্শ অবলম্বন করে, সনোয়াল যে উন্নয়নের বীজ বপণ করে গেছেন, সে সব বাস্তবায়ন করে তাঁর সরকার অসমকে দেশের পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে স্থান করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব জাতিকে প্রাণ দিয়েছিলেন, ঐতিহ্য দিয়েছেন। এই ঐতিহ্য বজায় রাখা তাঁর সরকারের প্রথম কাজ। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বলেন, ভারতবর্ষের প্রবহমান ঐতিহ্য আমাদের চিরিদিন প্রাণবন্ত করে রেখেছে। কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে যাঁরা যুগ যুগে ধরে পিছিয়ে রয়েছে তাঁদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করা। বলেন, 'চা জনজাতিদের উন্নয়নে আমরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। গত পাঁচ বছর সনোয়াল সরকার বরাক-ব্রহ্মপুত্র-পাহাড়-সমতলের যে সম-উন্নয়নের স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়ে গেছে, সেই উন্নয়নের গতি বর্তমান সরকার আরও তীব্র করার চেষ্টা করবে। গত পাঁচ বছর যে উন্নয়নের ধারা বইছিল তা আগামী দিনেও অব্যাহত রাখব।' জনৈক বিরোধী বিধায়কের এক বক্তব্যের খেই ধরে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যে লাগাতার গোষ্ঠী সংঘর্ষ হত। রক্তের হোলি বইছিল। কোকরাঝাড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গুয়াহাটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বোমা বিস্ফোরণে কত মানুষের অকালে প্রাণ চলে গেছে। সে সব দেখে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হচ্ছিল, গভীর বেদনা হত। বিরোধী কংগ্রেস অস্থিরতা কায়েম করে রাখতে চায়। কংগ্রেসের শাসনামলে বিদ্বেষের বীজ বপণ করা হয়েছিল। গত পাঁচ বছর আগে রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রক্তের খেলা বন্ধ করা হয়েছে। গত পাঁচ বছর অসমে কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়নি। আমাদের কার্যকালে শান্তির মলয় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। এতে প্রমাণিত, আমরা নতুন অসমের বুনিয়াদ নির্মাণ করতে পেরেছি, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, অসমে এই প্রথম কোনও অকংগ্রেসি সরকার ধারাবাহিকভাবে দুবার ক্ষমতায় এসেছে। কেননা বিজেপি সরকার রাজ্যবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সচেষ্ট বলেই অসাধ্যকে সাধ্য করেছেন অসমের জনতা। আর তা সম্ভব হয়েছে সর্বানন্দ সনোয়ালের মূল্যবোধের রাজনীতির বলে। এ ঘটনা অসমের রাজনীতিতে এটা এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। ইতিহাস অসমের সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন সরকারকে অন্যতম সফল সরকার বলে গণ্য করবে, বলেন ড় শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধী পক্ষের প্রতিটি জিজ্ঞাসার উত্তর সরকার পক্ষের সঙ্গে থাকবে। সরকার রাজ্যের কল্যাণে বিরোধীদের সব কথা শুনবে। সরকার যদি লাইনচ্যুত হয়ে যায়, তা-হলে সরকারকে রেলওয়ে ট্র্যাকে তোলার জন্য সবল ভূমিকা নিতে হবে বিরোধীদের। গতিশীল এবং প্রাণবন্ত একটি বিধানসভা জনতার অধিকার। তাই লবিতে নয়, আমাদের কথা হবে বিধানসভায়। বিরোধীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকারের সমালোচনা করতে হবে, এটাই সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র।

ওএনজিসির অপহৃত কর্মচারী রিতুল শইকিয়াকে মুক্তি দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী আলফা-স্বাধীনকে আজ ফের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্য দিনের মতো আজ বিধানসভায়ও আলফা-প্রধান পরেশ বরুয়াকে শান্তি আলোচনায় বসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। বলেন, শান্তির অসম নবপ্রজন্মের অধিকার। এ প্রসঙ্গে তিনি কারবি আংলঙের শান্তি চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, সরকার এ ব্যাপারে আন্তরিকতার সঙ্গে এগোচ্ছে।

কোভিড তথা স্বাস্থ্যখণ্ডের খতিয়ান দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক বছরে পশ্চিমবঙ্গ যে সাফল্য লাভ করেছে, তা থেকে বহুগুণ বেশি সাফল্য অর্জন করেছে অসম। বলেন, ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় স্বাস্থ্যখণ্ডের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন। তাই ধীরে ধীরে এই পথে অগ্রসর হতে হবে। এখন পর্যন্ত সিকিম ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য ছয় রাজ্য যেমন ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং মিজোরামকে স্ব-উৎপাদিত অক্সিজেন সরবরাহ করছে অসম। এটা কি কম কথা? এজন্য সমগ্র উত্তরপূর্বের জনতা আজ অসমের প্রতি কৃতজ্ঞ। এছাড়া ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা ইত্যাদি রাজ্যকেও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করছে অসম। তাঁর দাবি, কোভিডের রিকভারি রেট, মর্টেলিটি রেট এবং ডিজিজ বার্ডেন রেটের ক্ষেত্রে অসম এবারও প্রথম দুই রাজ্যের তালিকায় থাকবে। তাই, অসমের কোভিড ব্যবস্থাপনা অন্য কোনও রাজ্যের সঙ্গে তুলনা হয় না। আরও বলেন, জুন-জুলাই মাসে ভেকসিনাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে। হটবেডে পরিণত গুয়াহাটি মহানগরীর প্রায় ১০ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে ইতিমধ্যে ৪.৫ লক্ষকে ভেকসিন দেওয়া হয়েছে। যার ফলে গত কয়েকদিন ধরে গুয়াহাটিতে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস হচ্ছে।

ড় শর্মা আরও বলেন, মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্য হাসপাতালে চিকিৎসকরা কোভিড রোগীদের প্রতি নিরন্তর সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। জনসাধারণ প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন চিকিৎসকদের। তিনি বলেন, অসমে একজন রোগী আইসিইউ পাননি অথবা অক্সিজেনের অভাব বোধ করেননি। যেদিন থেকে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেদিন থেকে মন্ত্রীরা দিবানিশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করছেন, রোগীদের চিকিৎসা সম্পর্কে খবর নিচ্ছেন। এই-তো গতকাল রাত দেড়টায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত নগাঁও জেলা হাসপাতালে ছিলেন। সেখানে বসে রোগীদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ইত্যাদির খোঁজখবর নিচ্ছিলেন তিনি। কোভিড পজিটিভিটির রেট ইতিমধ্যে পাঁচ শতাংশে নীচে আনতে আমরা সক্ষম হয়েছি। বলেন, তবে আমাদের লক্ষ্য সাড়ে তিন কোটি জনসাধারণকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা।

কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হুসেনকে ঠুকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনোত্তর কালে (ফলাফল ঘোষণা হওয়ার আগে) কোভিড ব্যবস্থাপনায় কংগ্রেস স্পিডব্রেকার লাগিয়ে দিয়েছিল। রাজ্যের মানুষ যখন কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছিলেন, তখন তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বিভিন্ন হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজে কলেজে গিয়ে রোগীদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা ও রোগীদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির খোঁজখবর নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ডাক্তারদের দিশা-পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিন্তু কংগ্রস নেতা রকিবুল হুসেন এতে আপত্তি তুলে নালিশ জানান। তাঁর নালিশের পর তাঁদের দৌড়ঝাঁপ কিছুটা কমাতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের মানসিকতায় সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন মুখ্যমন্ত্রীকি।

সিএম রিলিফ ফান্ডে স্বইচ্ছায় সাধ্যানুসারে অনুদানের আহ্বান জনিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিধানসভায় এই আহ্বানের সমালোচনা করেছিলেন জনৈক কংগ্রেসি বিধায়ক। এরও জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, জনভাগিদারীর জন্য আমি সিএম রিলিফ ফান্ডে অনুদানের আহ্বান জানিয়েছিলাম। দান গ্রহণ করা আমাদের সংস্কৃতি, জীবনের সঙ্গে জড়িত। জনভাগিদারী এবং জন-সহযোগিতাকে কখনও অস্বীকার করতে নেই। অসমকে যদি নির্মাণ করতে হয়, তা-হলে জনভাগিদারির মাধ্যমে নির্মাণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু উদ্ধৃতি ও উদাহরণও তুলে ধরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিডের প্রথম ঢেউয়ের সময় মদ, পেট্রোল-ডিজেলে ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল। এবার ওই সব সামগ্রীতে ট্যাক্স ধার্য না করে জনভাগিদারীর আহ্বান জানিয়েছেন। ট্যাক্স না লাগানোর ঘটনা আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ।

এভাবে আরও বলেন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র পুনরীক্ষণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবেন। জাতীয় জীবন নির্মাণে আমরা এগিয়ে চলেছি। দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমি আমার পায়ের তলার মাটি ছেড়ে দেব না এবং বিরোধীদেরও বলব আপনারাও পায়ের নীচের মাটি ছাড়বেন না। এছাড়া বলেন, গত পাঁচ বছরে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আমরা শীর্ষ পাঁচ রাজ্যের মধ্যে আছি। কোভিড ব্যবস্থাপনায়ও আমরা শীর্ষ রাজ্যের মধ্যে স্থান দখল করব।

গহপুর-নুমলিগড়ে নতুন সেতুর কাজ শুরু হবে। বরাক নদীতে ড্রেজিঙের কাজ চলছে। ব্রহ্মপুত্রে খননের কাজ এখনই শুরু করা সম্ভব না হলেও বন্যা থেকে অসমকে মুক্ত করতে উপনদীগুলিতে খননের চেষ্টা করা হবে। বন্যামুক্ত অসম গড়তে জলসম্পদ বিভাগ কাজ করবে। তবে নদীবাঁধ তৈরির জন্য পৃথক একটি এজেন্সি গঠন করা হবে।

রাজ্যে মাদ্রাসা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, অসমে মাদ্রাসা খুলতে দেওয়া হবে না। নতুন সমাজ গঠনে এআইইউডিএফ-কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে ড় শর্মা বলেন, এআইইউডিএফ যখন বলবে কেউ সত্রের জমি দখল করবে না, তথনই নয়া সমাজ গঠন হবে রাজ্যে। বলেন, নব্বই শতাংশ বিষয়বস্তুর সঙ্গে শাসক ও বিরোধী বিধায়কদের সহমত আছে। তবে দশ শতাংশ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। তা থাকতেই পারে। তবে প্রথমে যে সব বিষয়ে সহমত আছে, সেগুলোকে ধরে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিধানসভা নব-অসম নির্মাণ করতে পারবে, এই বিশ্বাস তাঁর আছে। কেননা, পঞ্চদশ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে (২১ মে ২০২১) রাজ্যপাল বিনা বাধায় তাঁর ভাষণ সম্পন্ন করেছেন। এটা অসম বিধানসভার এক উল্লেখযোগ্য দিক। এর আগে কোনও দিন রাজ্যপালকে তাঁর ভাষণ সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়নি। এজন্য তিনি এবারের বিরোধী বিধায়কদের সহিষ্ণুতার জন্য ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেছেন।

এছাড়া বলেন, অসমে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যদি মজবুত করতে হয়, তা-হলে কৃষিখণ্ডকে গুরুত্ব দিতে হবে। এভাবে এক এক করে সকল কাজ আমরা সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করব। বলেন, রাজ্যের কৃষকরা অভূতপূর্ব প্রগতি দেখছেন। এছাড়া ইতিমধ্যে ২২ লক্ষ পরিবার অরুণোদয় এবং পেনশন প্রকল্পের বলে লাভবান হয়েছেন, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব আরও বলেন, গো আমাদের মাতৃ। ভারতীয় সংবিধানের অধীনে গো-হত্যা রোধ করতে পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। চা বাগানের উন্নয়নে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করব। আমি সংকল্প নিয়েছি, খারাপ কাজ করব না। খারাপ কাজ করলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শাসক-বিরোধী সকল বিধায়কের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শেষে আবারও বিরোধীদের প্রতি গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে মন্ত্রীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জননী এবং জন্মভূমির সেবায় আমাদের সকলকে উৎসর্গিত হতে হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করোনা মোকাবিলায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মণিপুরকে দিল ১৫০টি অক্সিজেন কনসেন্টেটর

ইমফল, ২৪ মে (হি.স.) : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ১৫০টি অক্সিজেন কনসেন্টেটর পেয়েছে মণিপুর। করোনা মোকাবিলায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই দান। আজ সোমবার এক টুইট বার্তায় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ এ-কথা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের তরফে প্রচুর সাহায্য মিলছে। আজ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৫০টি অক্সিজেন কনসেন্টেটর মণিপুর সরকারকে সহায়তা বাবদ পাঠিয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই সহযোগিতা বিরাট সাহায্য করবে, এর জন্য ধন্যবাদ জানাই। এখন পর্যন্ত মণিপুরে ৪৪,০৮৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বর্তমানে ৬,৫৩৪ জন সক্রিয় আছেন। বর্তমানে সুস্থতার হার ৮৩.৬১ শতাংশ এবং সুস্থ হয়েছেন ৩৬,৮৬৭ জন। তবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ৬৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

১ জুন অবধি উত্তরাখণ্ডে বাড়ল কোভিড কারফিউ, থাকছে নানা বিধিনিষেধ

দেহরাদুন, ২৪ মে (হি.স.): কোভিড-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কারফিউ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ডে আগামী ১ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে কোভিড-কারফিউ। আগামী ১ জুন পর্যন্ত জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দোকান খোলা রাখা যাবে সকাল আটটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত। আগামী ২৮ মে জরুরি পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য ছাড় দেওয়া হবে সাধারণ মানুষকে, সকাল আটটা থেকে দুপুর পর্যন্ত কেনা যাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

সোমবার উত্তরাখণ্ড সরকারের মুখপাত্র ও মন্ত্রী সুবোধ উনিয়াল জানিয়েছেন, 'উত্তরাখণ্ডে আগামী ১ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে কোভিড-কারফিউ। এই সময়ে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দোকান খোলা রাখা যাবে সকাল আটটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত। ২৮ মে জরুরি পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য ছাড় দেওয়া হবে সাধারণ মানুষকে, সকাল আটটা থেকে দুপুর পর্যন্ত কেনা যাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী।'

জরাজীর্ণ অবস্থা মধুবনীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের, দেখাই মেলে না চিকিৎসকের

রাকেশ দাশ

মধুবনী (বিহার), ২৪ মে (হি.স.): প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু চিকিৎসকের দেখা নেই। রোগী রয়েছে, কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা নেই। এমনই বেহাল অবস্থা বিহারের মধুবনী জেলার সাকরির একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। শুধুমাত্র খাতায়-কলমেই চলছে ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। চিকিৎসকরা ইচ্ছা হলে মাসে একবার আসেন, আবার কোনও কোনও মাসে তাঁদের দেখাই মেলে না। শুধুমাত্র প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবসেই চিকিৎসক-সহ অনেকেরই আগমণ হয়, বছরে এই দু''দিন ছাড়া বাকিদিন গুলিতে চিকিৎসকদের তেমন দেখাই মেলে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, শুধুমাত্র খাতায়-কলমেই চলছে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ফলে স্থানীয় মানুষজনকে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় অন্যত্র।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। যেন ভুতুড়ে বাড়ি! ধুলো জমে গিয়েছে শয্যা, চেয়ার ও বেঞ্চে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাই হয় না। স্থানীয় একজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'শুধুমাত্র কাগজে চলছে এই হাসপাতাল। চিকিৎসক, নার্স, সাফাই কর্মীরা নিযুক্ত রয়েছেন, কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না। মাসে একবার হয়তো তাঁরা আসেন।' আরও একজন স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'চিকিৎসকরা এখানে আসেন না। ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্ট পতাকা উত্তোলনের জন্য খোলা হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র।' স্বাভাবিক কাজ হোক এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, এমনটাই চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সোমবার কাছাড়ে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭৪

শিলচর (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : কাছাড়ে করোনা আক্রান্তের ভয়াবহতা তুঙ্গে উঠেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের জেলা মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানান, সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কোভিড টেস্টের প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, নতুন করে আজ ৪৭৪ জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন।তাদের মধ্যে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ৪৫৯ জন এবং আরটি-পিসিআর টেস্টে ১৫ জন মিলে ৪৭৪ জন করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট ধরা পড়েছে। আজ মোট ৭,২৯৭ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। জেলায় করোনার দ্বিতীয় ওয়েবে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,২৫৩ জন। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ৪,৬৩১ জন সুস্থ হয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন। বর্তমানে জেলায় ২,৫৬৯ জন সক্রিয় করোনা পজিটিভ রয়েছেন। আজ কাছাড়ে কোভিড আক্রান্ত ২৭৪ জন ব্যক্তি সুস্থ হয়ে জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। করোনা টেস্টের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত জেলার মোট ১,৩৪,৭৩৩ জনের সেম্পল টেস্ট করা হয়েছে। কাছাড় জেলার করোনা প্রতিরোধে এপর্যন্ত মোট ১,৫১,২৫৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার মোট ২,৪৮৭ জনের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে কাছাড় জেলার কালাইন অঞ্চলে দ্রুত গতিতে করোনা পজিটিভের সংখ্যা সামনে আসায় এলাকার জনমনে তীব্র আশঙ্কা বিরাজ করছে। জেলায় দ্রুতগতিতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটছে। সমগ্র রাজ্যের সাথে কাছাড় জেলার করোনা পজিটিভ আক্রান্তের গ্রাফিক ক্রমশ ঊর্ধগামী হচ্ছে। ফলে জনগণের আতঙ্কের মাত্রা বেড়েই চলেছে। সরকার করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে আনতে নতুন এসওপি জারি করেছে।

কঙ্গোয় আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণে মৃত ১৫, খোঁজ মিলছে না ১৭০টি শিশুর

কেপটাউন, ২৪ মে (হি. স.) : আফ্রিকার কঙ্গোয় ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৫ জনের।তার মধ্যে ৯ জন পদপিষ্ঠ হয়ে মারা গিয়েছেন। দু'জনের মৃত্যু হয়েছে লাভার আগুনে পুড়ে আর চার জন কারাগার থেকে পালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনার পরে খোঁজ মিলছে না ১৭০টি শিশুর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায়। জানা গিয়েছে, রবিবার কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলীয় শহর গোমা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত নাইরাগঙ্গো পর্বতে স্থানীয় সময় সন্ধে সাতটা নাগাদ আগ্নেয়গিরিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বেশ কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের গোলা। আগুনে বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন সহ শতাধিক বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। গেছে। আগুনের লেলেনিহান শিখা থেকে বাঁচতে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়িঘর ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে থাকেন। সে সময়েই ভিড়ে পদদলিত হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান ৯ জন। আগুন যেভাবে ছড়াচ্ছে তা থেকে বাসিন্দাদের বাঁচাতে পুরো শহর খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। কঙ্গো সরকারের মুখপাত্র প্যাট্রিক মুয়ায়া জানিয়েছেন, 'মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। অনেকেরই খোঁজ মিলছে না। তার মধ্যে ১৭০টি শিশুও রয়েছে। উদ্ধারকারীরা যুদ্ধকালীন তৎ পরতায় কাজ শুরু করেছে।

নারদ মামলা : বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): নারদ মামলায় পশ্চিমবঙ্গের দুই মন্ত্রী-সহ চার অভিযুক্তের ভবিষ্যত নিয়ে শুনানির জন্য গত শুক্রবার বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি দুই মন্ত্রী-সহ চারজনকে গৃহবন্দী রাখার পক্ষেই রায় দেয় হাইকোর্ট, কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় ও বৃহত্তর বেঞ্চ গঠনের নির্দেশকেই এবার চ্যালেঞ্জ জানাল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। বৃহত্তর বেঞ্চ গঠনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। রবিবার মধ্যরাতে অনলাইনে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্টে সোমবার হতে চলা শুনানি স্থগিতের আর্জিও জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতে।

চলতি মাসের ১৭ তারিখ ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক অনুপম মুখোপাধ্যায় সে দিন ৪ জনকেই জামিন দেন। কিন্তু সিবিআই সেই রাতেই কলকাতার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জামিনের উপরে স্থগিতাদেশ দেয়। ফলে চার জনকেই জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। এরপর কলকাতা হাইকোর্টেই চলেছে এই মামলার শুনানি।

ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত গভীর নিম্নচাপ, ২৪ ঘন্টায় শক্তি বাড়বে ইয়াসের

কলকাতা, ২৪ মে (হি.স.): চোখরাঙানো শুরু করে দিয়েছে ইয়াস। পূর্বাভাস মতোই, গত ৬ ঘন্টায় বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-মধ্যে অবস্থান করা গভীর নিম্নচাপ শক্তি বৃদ্ধি করে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে। আগামী ২৪ ঘন্টায় আরও শক্তি বাড়বে ইয়াসের, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বুধবার স্থলভাবে আছড়ে পড়তে পারে ইয়াস। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে সোমবার সকাল ৯.০৩ মিনিট নাগাদ টুইট করে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-মধ্যে অবস্থান করা গভীর নিম্নচাপ শক্তি বৃদ্ধি করে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে। সেই সময় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল ইয়াস। দিঘা থেকে ৬৩০ কিলোমিটার দূরে ছিল ও পারাদ্বীপ থেকে ছিল ৫৪০ কিলোমিটার দূরে।

আগামী ২৪ ঘন্টায় আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে ইয়াস। তারপরের ২৪ ঘণ্টায় আরও শক্তিশালী রূপ নিয়ে আছড়ে পড়বে স্থলভাগে। পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপ ও ওড়িশার পারাদ্বীপের মধ্যে দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার গভীর রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনার, কলকাতায়। সোমবার সকালেও সমস্ত জেলায় আকাশের মুখভার। মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলি অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে হাওড়াতেও। সেই সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৯৪ জনের, ব্রাজিলে কোভিডে আক্রান্ত ৩৬,১৩৪

রিও ডি জেনেইরো, ২৪ মে (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমল, আগের দিনের তুলনায় নিম্নমুখী মৃত্যুর সংখ্যাও। শনিবার সারাদিনে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছিল ১,৭৬৪ জনের, কিন্তু রবিবার সারাদিনে ব্রাজিলে কোভিড-আক্রান্ত ৮৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যাও কমেছে, ব্রাজিলে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬,১৩৪ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৬,১৩৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৬,০৮৩,৫৭৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪,৪৯২,১৬৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১,৪২,২২১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে ৮৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৮৫-তে পৌঁছেছে।

সুস্থতার হার ঊর্ধমুখী, মৃত্যু ও সংক্রমণ কমছে আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ২৪ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত দ্রুত কমছে। মৃত্যু ও সংক্রমণ যেমন কমছে আমেরিকায়, তেমনই দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার হার। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ২২৮ জন রোগীর। আমেরিকায় রবিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,৫৪১ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৮৯৬,৬৬০-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২২৮ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০৪ হাজার ০৮৭ জনের।

বিগত কিছু দিন ধরে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেই চলেছে। রবিবার সারাদিনে আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২২৮ জনের। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৫৪১ জন, যা আগের দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা কম। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৮৯৬,৬৬০-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,৫০২,২৫৫ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,৭৯০,৩১৮ জন।

দিল্লিতে কোভিড-আক্রান্ত ১,৫৫০

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও নিম্নমুখী করোনার সংক্রমণ, ধীরে ধীরে কমছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ২০৭ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫৫০ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪১৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৩ হাজার ৪০৯ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৩১ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪, ৩৭৫ জন। সোমবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৪ হাজার ৫৭৮ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ২.৫২ শতাংশে পৌঁছেছে।

এবার জম্মু-কাশ্মীর, মহামারী ঘোষিত হল ব্ল্যাক ফাঙ্গাস

শ্রীনগর, ২৪ মে (হি.স.): ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকোরমাইকোসিসকে ইতিমধ্যেই মহামারি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে এবার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী ঘোষণা করল জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। মহামারী রোগ আইন-১৮৯৭ অনুযায়ী সোমবার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী ঘোষণা করেছে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন।

এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল শিক্ষা দফতরের টুইট করে জানানো হয়েছে, মহামারী রোগ আইন-১৮৯৭-এর অধীনে ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকোরমাইকোসিসকে মহামারী ঘোষণা করা হল। প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার পুঞ্চের একজন বাসিন্দা প্রাণ হারিয়েছেন। করোনা-আক্রান্ত রোগীরাই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন।

লকডাউনের সুফল মিলছে বিহারে, ১ জুন পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি : নীতীশ কুমার

পাটনা, ২৪ মে (হি.স.): বিহারে ফের লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১৫ মে অবধি লকডাউন লাগু থাকবে বিহারে, কিন্তু লকডাউনের সুফল মিলছিল বিহারে, তাই আরও ১০ দিনের জন্য বাড়িয়ে ২৫ মে পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয় নীতিশ কুমার। ২৫ মে, মঙ্গলবার পর্যন্ত বিহারে লকডাউন লাগু থাকার কথা ছিল। কিন্তু, আরও একবার বাড়িয়ে আগামী ১ জুন পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল বিহারে।

সোমবার টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, 'করোনা-সংক্রমণের কারণে ৫ মে থেকে তিন সপ্তাহের জন্য লকডাউন লাগু করা হয়েছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার ফের মন্ত্রিসভায় সদস্য এবং আধিকারিকদের সঙ্গে সমীক্ষা করা হয়েছে। লকডাউনের ভালো প্রভাব মিলছে এবং করোনা-সংক্রমণও কমছে। তাই ২৫ মে''র আগে এক সপ্তাহ অর্থাৎ ১ জুন অবধি লকডাউন জারি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

অ্যালোপথি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য প্রত্যাহার রামদেবের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.) : ''অ্যাল্যোপ্যাথি ওষুধ'' নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেন যোগগুরু রামদেব। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনের কড়া চিঠির পরই টুইটারে বিবৃতি দিয়ে রামদেব লেখেন, 'মাননীয় মন্ত্রী, আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শেষ করছি।'

যদিও সেই বিবৃতির কিছুক্ষণ পর একটি টুইট রিটুইট করেন রামদেব। যে টুইটে লেখা ছিল, ''যোগ এবং আয়ুর্বেদ আমাদের পুরোপুরি সুস্বাস্থ্য প্রদান করে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তা শুধুমাত্র উপসর্গের ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদান করে। আর যোগ ও আয়ুর্বেদ পদ্ধতিগত চিকিৎসা দেয়।''

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় রামদেবের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিও নিয়ে রীতিমত বিতর্ক তৈরি হয়। ভিডিয়োটি তুলে ধরে গত শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) তরফে অভিযোগ করা হয়, অ্যালোপাথিকে 'বোকা বিজ্ঞান' বলেছেন রামদেব। পাশাপাশি রেমডেসিভির, ফ্যাবিফ্লু-সহ ড্রাগস কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত বিভিন্ন ওষুধ করোনাভাইরাসের চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেন রামদেব। 'অ্যালোপাথি ওষুধ নিয়ে লাখ লাখ রোগী মারা যাচ্ছেন' বলেও দাবি করেন। সেই 'অশিক্ষিত' মন্তব্যের জন্য রামদেবের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আর্জি জানায় দেশের চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ সংগঠন।

বিতর্কের মধ্যেই রবিবার কড়া ভাষায় রামদেবকে চিঠি লেখেন হর্ষবর্ধন। তিনি জানান, অ্যালোপাথি নিয়ে রামদেবের মন্তব্য 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক'। অ্যালোপাথি ওষুধ কোটি-কোটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। বলেন, 'করোনাভাইরাস যোদ্ধাদের অসম্মান হয়েছে সেই মন্তব্যে এবং দেশের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। অ্যালোপাথি নিয়ে আপনার মন্তব্য আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে এবং করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে দুর্বল করে দিতে পারে।'

অরুণাচলে প্রবীণদের টিকাকরণে জেলায় জেলায় ছুটছে প্রশাসন

ইটানগর, ২৪ মে (হি.স.) : করোনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে টিকা অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তাই, অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ভ্যালি জেলা প্রশাসন টিকাকরণে প্রবীণদের কাছে পৌঁছচ্ছে। জেলাওয়ারি টিকাকরণে প্রশাসন আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গ্রামেও পৌঁছে গেছে। কারণ গ্রামবাসীরা টিকাকরণ কেন্দ্রে আসতে পারছেন না।

অরুণাচল সরকার এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, করোনা-র প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য প্রবীণদের টিকা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অথচ, নানা সমস্যার কারণে তাঁরা টিকাকরণ কেন্দ্রে পৌঁছতে পারছেন। তাই প্রশাসন তাঁদের কাছে পৌঁছার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে দিবাং ভ্যালি জেলা আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী হওয়ায় নানা প্রতিকূলতায় প্রবীণ নাগরিকরা টিকা নিতে আসতে পারছেন না। তাই জেলা প্রশাসন তাঁদের কাছে পৌছে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৪৫ বছরের ঊর্ধে ৪৯৯ জন টিকা নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১১১ জন টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। মোট ২,৫৭৬ জনকে টিকা দেওয়া হবে। তাঁদের মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মী, সামনের সারির কর্মী এবং ৪৫ বছর ঊর্ধ বয়সিও রয়েছেন। জেলায় সড়ক যোগাযোগের পরিকাঠামোগত অভাব এবং গ্রামগুলির মধ্যে অত্যাধিক দূরত্বের জন্য এই উদ্যোগ যৎসমান্য। এদিকে, ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের গত ১৭ মে থেকে টিকাকরণ শুরু হয়েছে। ওই বয়সের এখন পর্যন্ত ৮৪ জন টিকা নিয়েছেন। তবে করোনা আক্রান্তের হার চিন্তাজনক নয়, কারণ ওই জেলায় ৩১ মে পর্যন্ত লকডাউন জারি থাকবে।অরুণাচল প্রদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ২২৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, এখন পর্যন্ত ২৪,০৯৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং নতুন করে তিন জনের মৃত্যুতে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯৮। অরুণাচলে বর্তমানে ২,৮৯৯ জন করোনা সক্রিয় রোগী আছে। কারণ, ২১,০৯৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

করিমগঞ্জের মেয়ে ডিআরডিওর কৃতী বৈজ্ঞানিক জুবিলি পুরকায়স্থকে বিধানসভায় অভিনন্দন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু ও কমলাক্ষের

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.) : অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করেও যে সাফল্যের শিখরে পৌঁছনো যায়, এর জ্বলন্ত উদাহরণ ডিআরডিওর বৈজ্ঞানিক জুবিলি পুরকায়স্থ। করিমগঞ্জ দেওতলির এক সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও আজ সমগ্র বিশ্বে নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন করিমগঞ্জ তথা রাজ্যের গৌরব জুবিলি পুরকায়স্থ। করোনা প্রতিষেধক ২-ডিজি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য চলতি বিধানসভা অধিবেশনে তাঁকে অভিনন্দন জানান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গেনাইজেশন সংক্ষেপে ডিআরডিও-র কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের নিরলস প্রচেষ্টায় করোনা মোকাবিলায় ২-ডিজি নামে সম্প্রতি প্রতিষেধক বা টিকা আবিষ্কার করা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক দলের একজন সদস্য হলেন জুবিলি পুরকায়স্থ। জুবলি তাঁর বাল্যকাল এবং স্কুল ও কলেজ জীবন করিমগঞ্জে কাটিয়েছেন। একটি পিছপড়া এলাকা থেকেও যে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছনো সম্ভব, আধুনিক যুব সমাজের কাছে জুবিলি এক সফল উদাহরণ। সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে দেশ ও বিদেশে আজ করিমগঞ্জের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। তা শুধু জুবিলির কৃতিত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষেন্দু পাল আজ বিধানসভা অধিবেশনের তৃতীয় তথা শেষদিনে জুবিলি পুরকায়স্থের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা তুলে ধরে বলেন, জুবিলি পুরকায়স্থ গোটা অসমকে গৌরবান্বিত করেছেন। করোনার এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্য এ রকম একটি প্রতিষেধক তৈরি করে গোটা দলের সাথে জুবিলিও অসমের নাম উজ্জ্বল করেছেন।

এছাড়া ওএনজিসির অপহৃত কর্মচারী রিতুল শইকিয়ার মুক্তির জন্য রাজ্যের গৃহ বিভাগেরও প্রশংসা করেন কৃষ্ণেন্দু। বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলফা স্বাধীন ওএনজিসির অপহৃত কর্মী রিতুল শইকিয়ার মুক্তির ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রাজ্য শান্তির পথে এগোচ্ছে। অন্যদিকে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও বিধানসভায় জুবিলির কৃতিত্বের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। করিমগঞ্জ দেওতলি গ্রামের জুবিলি পুরকায়স্থের এই অসামান্য সাফল্যের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করার দাবি জানান তিনি। মানবজাতির এই সংকটকালে ২-ডিজি প্রতিষেধক তৈরির ক্ষেত্রে ডিআরডিও টিমের একজন সদস্য হিসেবে যে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, এর জন্য তিনদিনের চলতি বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিন বিধায়ক কমলাক্ষ জুবিলিকে ধন্যবাদ জানান। রাজ্য সহ সমগ্র দেশে করিমগঞ্জের নাম উজ্জ্বল করেছেন জুবিলি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে পূর্ণ সম্মান জানানোরও দাবি তুলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

ফের বিজেপি-র ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : ফের সামাজিক মাধ্যমে মুখ খুলেছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সম্প্রতি দিল্লি থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে দলবিরোধী মন্তব্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ভোট মিটতেই ফের দেখা দিয়েছে দলবদলের হিড়িক। পুরনো দল তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে ইতিমধ্যে আবেদনও করেছেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে দলবদলুদের এভাবে 'ঘর ওয়াপসি' নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা তথাগত রায়।

সোমবার তিনি ফেসবুক ও টুইটে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি-র বিরুদ্ধেই। তাঁর মতে, এই ধরনের দলবদলুদের খাতির করতে গিয়ে দলের পুরনো কর্মীদেরই উপেক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিজেপির অন্দরে চলতে থাকা আদি-নব্য বিতর্কই আবারও উসকে দিলেন। এ সম্পর্কে সোমবার তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, "ভোটে বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে যা বুঝেছিলাম, আগে তাই লিখেছিলাম। এবার তো দল বা নির্দিষ্ট নাম করে কারও বিরুদ্ধে লিখিনি!"

রাজ্যে ভোট মিটতেই তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে আবেদন জানিয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস, সোনালী গুহ, সরলা মুর্মু এবং আমল আচার্য। তৃণমূল সূত্রে খবর, তালিকা এখানেই শেষ নয়। লাইন বেশ দীর্ঘ। তবে অনেকেই এখনই সামনে আসছেন না। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির অন্দরে আবার দেখা দিয়েছে আদি-নব্য লড়াইও। দলের পুরনো কর্মীরা মনে করছেন, ভোটের আগে তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপেক্ষা করা হয়েছে বহুদিনের পুরনো কর্মীদের। সেই কারণেই জেলায় জেলায় সংগঠনের ভিত ততটা মজবুত হয়নি। যার ফল ভুগতে হয়েছে নির্বাচনেও। ভোটের পর থেকেই এই আদি-নব্য বিতর্কে রীতিমতো জর্জরিত বিজেপি। এই অবস্থায় সেই বিতর্কের আগুনেই বলতে গেলে ঘি ঢেলেছেন তথাগত রায়।

টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, "যা বলেছিলাম ঠিক তাই। কাছা খুলে যাদের বিজেপিতে স্বাগত করা হয়েছিল, যাদের খাতিরে বিজেপির বিশ-ত্রিশ বছরের পুরোনো কর্মীদের চরম উপেক্ষা করা হয়েছিল তারা সবাই এক এক করে তৃণমূলে ফিরে যাচ্ছে।" তাঁর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে পালটা মন্তব্য করেছেন বেশ কয়েকজন বিজেপি সমর্থকও। কেউ কেউ আবার ভুল প্রার্থী নির্বাচনকেও ভোটে হারার জন্য দায়ী করেছেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কমল নাথের বিরুদ্ধে মামলা কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শিবরাজের

ভোপাল, ২৪ মে (হি.স.): ''ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট'' শব্দ প্রয়োগের জেরে বেজায় অস্বস্তিতে পড়লেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ। কোভিড-১৯ সম্পর্কে ''ভুয়ো তথ্য'' দেওয়ার অভিযোগে কমল নাথের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে। এবার কমল নাথকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সোমবার শিবরাজ বলেছেন, 'একসঙ্গে লড়াই করার সময় এখন, অথচ কমল নাথ মৃত্যু নিয়ে উদযাপন করতে ব্যস্ত। রাজ্যে অরাজকতা ছড়াচ্ছেন কমল নাথ।'

এদিন কমল নাথকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ বলেছেন, 'আমরা যখন মানুষের সেবা করতে ব্যস্ত, তখন কংগ্রেস আগুন জ্বালাতে চাইছে। কমল নাথকে উত্তর দিতেই হবে। একসঙ্গে লড়াই করার সময় এখন, অথচ আপনি মৃত্যু নিয়ে উদযাপন করতে ব্যস্ত। রাজ্যে অরাজকতা ছড়াচ্ছেন কমল নাথ।' কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর উদ্দেশে শিবরাজ সিং বলেছেন, 'সোনিয়া গান্ধীজির কাছে আমি জানতে চাই-কমল নাথ যা বলছেন, তা কী আপনি সমর্থন করেন? যদি না হয়, তাহলে কেন ধৃতরাষ্ট্রের মতো চোখ বন্ধ করে রেখেছেন? যদি তিনি সম্মতি দেন, তাহলে কংগ্রেসের ধ্যানধারণা সম্পর্কে অবগত করা উচিত দেশবাসীকে।' উল্লেখ্য, একদিন আগেই কমল নাথ মন্তব্য করেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট দায়ী। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে কমল নাথের বিরুদ্ধে। বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের ৫৪ নম্বর ধারা এবং ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী এই মামলা করা হয়েছে। মেডিক্যাল শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিশ্বাস সারাঙের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই মামলা দায়ের করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সূত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, ‘‘নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা ‘বায়োলজিকাল ক্লক’ যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।’’

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, ‘‘যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।’’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার’স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল’য়ের উইমেন’স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, ‘‘বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।’’

‘ম্যাচুরিটাস’ নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন ‘জেস্টেশনার ডায়াবেটিস’, ‘প্রি-এক্লামসিয়া’, ‘প্রি-টার্ম বার্থ’ ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে।

বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ঠ হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে ‘টেস্টোস্টেরন’য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, ‘‘বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।’’

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, ‘‘নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।’’

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ্র রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, ‘‘তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।’’

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিস্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

নতুন আলু, শিমের বিচি ক্যাটরিনার প্রিয় খাবার

বলিউডের সবচেয়ে ফিট তারকাদের একজনই ক্যাটরিনা কাইফ। তবে অন্যান্য ফিট তারকার মতোই ক্যাটরিনার দাবি, তিনি খেতে খুবই ভালোবাসেন। খাবারই ক্যাটরিনাকে সবচেয়ে খুশি রাখে। মজাদার খাবার খাওয়াই ‘ক্যাটে’র দিনের সবচেয়ে আনন্দময় সময়। ক্যাটরিনা দুপুরে কী খেতে ভালোবাসেন? উত্তরে ‘রাজনীতি’, ‘ধুম থ্রি’, ‘এক থা টাইগার’, ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’, ‘ভারত’খ্যাত এই তারকার সাফ জবাব, ‘খাওয়া আমার কাছে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর একটি। একটা ভালো ডিশ আমাকে যতটা খুশি রাখে, আর কোনো কিছু আমাকে ততটা খুশি দিতে পারে না। দুপুরের জন্য আমার প্রিয় খাবার সেদ্ধ মাছ, গ্রিল করা সবজি আর সালাদ। আমি যখনই মেহবুব স্টুডিওতে শুটিং করতে যাই, মেরিল্যান্ড চায়না বা তাজ ল্যান্ড’স অ্যান্ড থেকে এই খাবার আনাই। ওরা এটা খুব ভালো বানায়।’

যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠা ক্যাটরিনা ব্রিটিশ খাবার খুবই ভালোবাসেন। ভারতের মুম্বাইয়ে ক্যারিয়ার গড়তে আসার পর ক্যাটরিনার সবচেয়ে বড় সংকট ছিল খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া আর ঠিকঠাক স্বাদের ইংলিশ খাবার খুঁজে খুঁজে বের করা। ভারতীয় সংস্কৃতির তারকা হতে চাওয়া ক্যাটরিনার হিন্দি ভাষার মতোই ভারতীয় খাবারকে আপন করে নিতে সময় লেগেছে। ক্যাটরিনা বলেন, ‘এখনো আমার সকালের নাশতার টেবিলে ‘‘ইংলিশ ব্রেকফাস্ট’’ শোভা পায়। ডিম, সসেজ ও সেদ্ধ শিমের বিচি। এটাও আমার প্রিয় খাবার। ইয়র্কশায়ার পুডিংও আমাকে খুশি করে। আর আমার আরেকটি দারুণ প্রিয় খাবার হলো ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি বড়া, পোড়ানো নতুন আলু আর সালাদ।’ লকডাউনে দুর্দান্ত সময় কাটছে ক্যাটরিনার। নিজের ব্যবসা, সাইকেল চালানো, গিটার বাজানো, রান্না, থালাবাটি মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, অনলাইনে আড্ডা দেওয়াকিছুই বাদ নেই। এর মধ্যে কথিত প্রেমিক ভিকি কৌশলও রোববার ক্যাটরিনার বাড়িতে এসে দেখা করে গেছেন। ক্যাটরিনাকে এবার দেখা যাবে রোহিত শেঠি পরিচালিত ‘সূর্যবংশী’ সিনেমায় অক্ষয় কুমারের বিপরীতে।

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে অন্তর্বাস

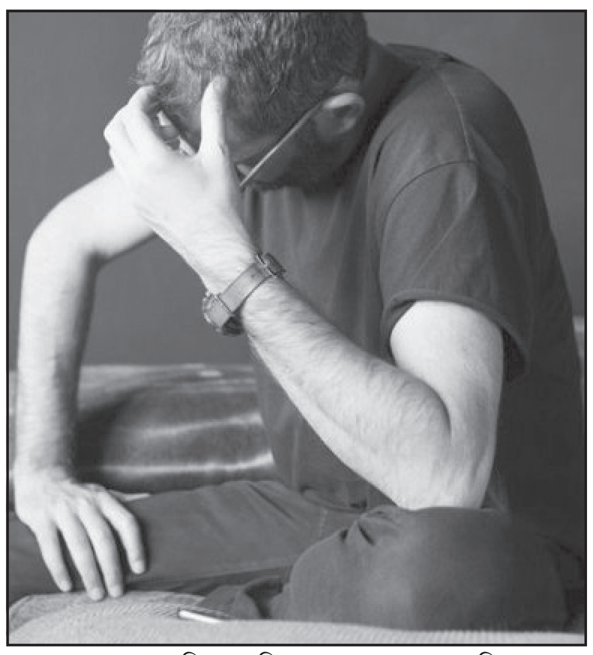

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার হার বিশ্বব্যাপি হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে, যার একটি কারণ হতে পারে তাদের অন্তর্বাস।

অন্তর্বাস শুক্রাণুর মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কী ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করছেন সেটা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

‘হিউম্যান রিপ্রোডাকশন’ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ছয়শ জন পুরুষের ওপর করা হয়। দেখা যায়, যারা বক্সার পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা যারা অন্যান্য ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করেন তাদের তুলনায় ছিল বেশি। অন্তর্বাস বেশি আঁটসাঁট হলে শুক্রাণুর মাত্রা হ্রাস পায়, বলা হয় এই গবেষণায়।

তবে অন্তর্বাসের ধরন পরিবর্তনে কী ফলাফল দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এই গবেষণায়। কারণ হল একজন পুরুষের শুধু শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার প্রজনন ক্ষমতা কমে গেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শুক্রাণুর মাত্রা পরিবর্তনশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. সারাহ ভিজ বলেন, ‘‘একজন পুরুষের শুক্রাণুর পরিমাণ প্রতি সপ্তাহ অন্তর বিপুল মাত্রায় ভিন্ন হতে পারে। এই কারণে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পরিমাপ ভিত্তিক গবেষণাগুলো স্ত্রীর গর্ভধারণের হারের বদলে স্বামীর শুক্রাণুর পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। তারপরও পুরুষের শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে সে নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়।’’

আঁটসাঁট অন্তর্বাস অণ্ডকোষ অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুক্রাণুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ব্যহত করে। কারণ এই ধরনের ছোট প্যান্ট পরলে অণ্ডকোষ একে অপরের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে সবসময়। ফলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রভাবও সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়।

এই গবেষণায় পুরুষের অন্তর্বাসের ধরন এবং শুক্রাণুর মাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আরও গভীরভাবে। এই গবেষণায় ত্রিশের কোঠায় থাকা ৬৫৬ জন পুরুষকে নিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালান গবেষকরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিলেন।

তাদের কাছ থেকে বীর্য ও রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ শতাংশ বলেন তারা বক্সার ব্যবহার করেন আর এদের বীর্যর নমুনায় যারা আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের তুলনায় শুক্রাণুর ঘনত্ব ছিল ২৫ শতাংশ বেশি। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, যেসব পুরুষ আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা কম হয়, যা মস্তিষ্কে এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে ‘এফএসএইচ’ হরমোনের মাত্রা বাড়ানো সংকেত পাঠায়।

গবেষণার প্রধান লেখক, হার্ভার্ড.টি.এইচ.চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ’য়ের গবেষক লিডিয়া মিঙ্গুয়েজ অ্যালারকন বলেন, ‘‘আমাদের গবেষণার পরামর্শ হল পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলে সন্তান গ্রহণের সীদ্ধান্ত নেবেন তখন তার উচিত এই সহজ পরিবর্তনটা তার জীবনে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ আঁটসাঁট অন্তর্বাস ছেড়ে ঢিলেঢালা অন্তর্বাস ব্যবহার শুরু করা।’’

পুরুষের যেসব অদ্ভূত বিষয় নারীর কাছে আকর্ষণীয়

সবার মাঝ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ও নারীদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখুন।

সবার পছন্দ এক নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই। আর এই ধারণার উপর পাপড়ি বড় তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেশি থাকে। যে কোনো নির্দিষ্ট একটা কোণ থেকেই মেয়েরা ছেলেদের চোখের প্রেমে পড়ে যায়। মাস্কারা ছাড়াই চোখের পাপড়ির এই সৌন্দর্যের প্রেমে পড়া দোষের কিছু না।

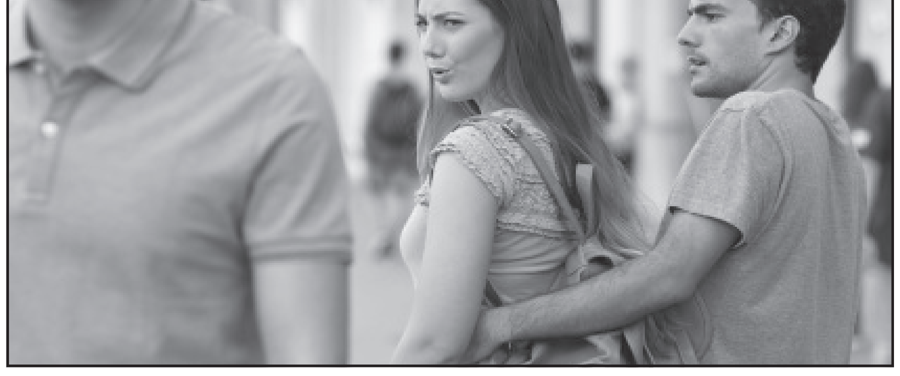

ভিত্তি করে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা গেছে পুরুষের কিছু অদ্ভুত বিষয়ের দিকে নারী আকর্ষণ কাজ করে।

সম্পর্কবিষয়ক ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় এখানে দেওয়া হল।

এসব বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক। যেগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানে নিজেই করতে পারবেন সেগুলো মাথায় রাখলে অনেকের মাঝে থেকেও নিজেকে নারীদের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়ত বিফলে যাবে না।

চোখের বড় পাপড়ি: যেসব ছেলের চোখের

চশমা: ছেলেরা চশমা পরলে অনেক বেশি আবেদনময় লাগে। তাই চশমা পরা ছেলেদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ বরাবরই বেশি।

দাগ বা ক্ষত চিহ্ন: ছেলের মুখে কোন ক্ষত বা কাটা দাগ থাকলে তা নারীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের দাগের পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা থাকে যা নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পা: পুরুষের পায়ের সৌন্দর্য তাৎক্ষনিকভাবে নারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই পা ভালো রাখা ও এর যত্ন করা আবশ্যক।

ঘুম ঘুম কণ্ঠ: ঘুমের মধ্যে কথা বললে ছেলেদের কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ও

টেস্টোস্টেরন বাড়ায় যেসব খাবার

এই হরমোনের ঘাটতি হলে পুরুষের শরীরের নানান রকম সমস্যা হতে পারে।

বয়স ত্রিশ পেরোনোর পর পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকৃত হওয়া যায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনই কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ওই খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

মধু

মধুতে আছে প্রাকৃতিক নিরাময়কারী উপাদান বোরোন। এই খনিজ উপাদান টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে এবং নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখে। যা ধমনী সম্প্রসারণ করে লিঙ্গোত্থানে শক্তি সঞ্চার করে।

বাঁধাকপি

এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আরও আছে ইনডোল থ্রি-কার্বিনল। এই উপাদান স্ত্রী হরমোন ওয়েস্ট্রজেনের পরিমাণ কমিয়ে টেস্টোস্টেরন বেশি কার্যকর করে তোলে।

রসুন

রসুনের আলিসিন যৌগ মানসিক চাপের হরমোন করটিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে টেস্টোস্টেরন ভালোমতো কাজ করে। ভালো ফল পেতে রসুন কাঁচা খাওয়ার অভ্যেস করুন।

ডিম

ডিমে আছে স্যাচারেইটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রিএস, ভিটামিন ডি, কলেস্টেরল এবং প্রোটিন। টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো জরুরি।

কলা

এই ফলের ব্রোমেলেইন এনজাইম টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। আর দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

কাঠবাদাম

নারী এবং পুরুষ উভয়ের ‘সেক্স ড্রাইভ’য়ের জন্য প্রতিদিন এক মুঠ কাঠবাদাম যথেষ্ট। এই বাদামে রয়েছে জিঙ্ক যা টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ায় আর কামবাসনা বৃদ্ধি করে।

ঝিনুক

টেস্টোস্টেরন তৈরিতে জিংক গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ উপাদান। যা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝিনুক পছন্দ না, তাহলে বিকল্প হতে পারে চিজ বা পনির। বিশেষ করে সুইস এবং রিকোত্তা চিজ।

টক ফল

‘স্ট্রেস হরমোন’ কমানোর পাশাপাশি টকজাতীয় ফলে রয়েছে ভিটামির এ। যা টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমায় অর্থাৎ পুরুষ হরমন ভালোমতো কাজ করতে পারে।

পালংশাক

এটা প্রমাণিত যে, ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমাতে পারে এই শাক। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ই। আর এসবই টেস্টোস্টেরন তৈরির উপাদান।

আঙুর

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একথোক লাল আঙুর খাওয়া গেলে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুক্রাণুর তৎপতরতা উন্নত করে আর শক্তিশালী করে।

ডালিম

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইম্পোটেন্স রিসার্চ থেকে জানা যায় যৌন কর্মে অক্ষম পুরুষদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ যারা প্রতিদিন ডালিমের রস খেয়ে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মাংস

বিশ্বাস করা হয় যারা একেবারেই মাংস খান না তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কম থাকে। তবে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার আগে সাবধান। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর স্যাচারেইটেড ফ্যাট থাকে।

ইয়াসের হানা থেকে টিকা বাঁচাতে ‘চক্রব্যূহ’ তৈরি করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : বাগবাজার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে মজুত রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ করোনার টিকা। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের থেকে তা সুরক্ষিত রাখতে সাতটি স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

করোনার টিকা সাধারণত কোল্ড-চেন ব্যবস্থায় মজুত রাখা হয়। অর্থাৎ টিকা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন। স্টোরের কোল্ড-চেন ব্যবস্থা সচল রাখতে ২ জন কড়া নজরদারি চালাবে। জেনারেটর চালানোর জন্য এক জন এবং দু’জন ইলেকট্রিশিয়ান সব সময়ের জন্য বাগবাজার কেন্দ্রে থাকবেন। যদি ওই কেন্দ্র থেকে টিকা সরানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার জন্য দু’জন থাকতে বলা হয়েছে সেখানে। তাঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিদ্যুৎ সরবরাহে যাতে কোনও বাধা না আসে, সে ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে হয়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের জেরে যদি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে, সে ক্ষেত্রে সাতটি স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। ওই সাতটি স্তরের মধ্যে চার-স্তরীয় ব্যবস্থা আগেই থেকেই ছিল বাগবাজার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে। এছাড়াও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে দু’টি এবং পিডব্লুডি-র তরফে একটি জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হল বিদ্যুৎ সরবরাহ অটুট রাখতে। সিইএসই-র তরফেও জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে খবর।

ইয়াসের আশঙ্কায় বাগবাজার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাগবাজার কেন্দ্র ছাড়াও হেস্টিংস এবং বালিগঞ্জেও টিকা মজুত রাখার কেন্দ্র রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে সেখানে সরানো হতে পারে টিকা। তার জন্য বাগবাজার কেন্দ্রে ৩০০ কোল্ড বক্সও রাখা রয়েছে।

সূত্রের খবর, স্থান সংকুলান না হলে আশেপাশের মজুত কেন্দ্রেও টিকা পাঠানো হতে পারে। সেই ব্যবস্থাও করেছে স্বাস্থ্য দফতর। এ ছাড়া জেলায় জেলায় অক্সিজেন সরবরাহ অটুট রাখতেও উদ্যোগী হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের ১২টি জেলায় পাঠানো হচ্ছে ৭০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নারদ মামলার নিয়ে সোমবারও শীর্ষ আইনজীবীদের মধ্যে তর্ক, অভিযোগ উঠল যেন সামরিক আইন

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : নারদ মামলার শুনানী নিয়ে সোমবারও দেশের শীর্ষ আইনজীবীদের মধ্যে এজলাসে তর্ক চলে। অভিযুক্তদের তরফে মনু সিঙ্ঘভি এদিন বলেন, “সিবিআইয়ের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে, যদি আজ আমাদের সিবিআইয়ের অধীনে থাকতে হত তবে সামরিক আইন জারি হত পশ্চিমবঙ্গের এই রাজধানী কলকাতায়।“

আদালতকে অভিযুক্তদের তরফের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা জানান, ‘‘নেতা-মন্ত্রীদের যে আইন মোতাবেক গ্রেফতার করা হয়নি, তা তদন্তকারী সংস্থাটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাচ্ছে।” জবাবে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল মেহতা পাল্টা জানতে চাইলেন, “মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আমাকে গ্রেফতার করুন এটাও কি আইন অনুযায়ী হয়েছিল? আমার মনে হয় এই সব প্রসঙ্গ তুলে রাস্তাঘাটের ঝগড়ার স্তরে নিজেদের না নামানোই উচিত।’’

পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে এদিন শুনানি শুরু হয় নারদ গ্রেফতারি মামলার। নেতা-মন্ত্রীদের গৃহবন্দি করার রায়ের বিরুদ্ধে জানানো হয়েছিল আর্জি। শুরুতেই মামলাটির শুনানি এক দিন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি বলেন, এই কোর্ট ৩টি রায় দিয়েছে। বলা হয়েছে মামলা বৃহত্তর বেঞ্চে যাবে। সিবিআই বিশেষ আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাল্টা প্রশ্ন, “মধ্যরাতে সিবিআই ওই বিশেষ আবেদন করেছে। সকালে জানিয়েছে আমাদের। জামিনের মামলা তো শোনাই হয়নি। আমরা আগের দিন দুপুর ২টোয় শোনার আর্জি করেছিলাম। তখন বৃহত্তর বেঞ্চে মামলাটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি জানি না একে কি পিটিশন বলব। রিট না অন্য কিছু?’’

অভিযুক্তদের তরফে মনু সিঙ্ঘভি বলেন, “হাইকোর্ট নেতা-মন্ত্রীদের গৃহবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছে। সে ব্যাপারে পাঁচ বিচারপতিকে অনুরোধ করা হয়েছে। তারপর ফের শুনানি পিছনোর আর্জি। জরুরি ভিত্তিতে রায়দান প্রয়োজন, তা জানানোর পরেও কিভাবে এটা হতে পারে?

কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল বললেন, সুপ্রিম কোর্ট কী করবে তা এখন অনুমান করতে পারছি না।

বিচারপতি হরিশ টন্ডন জানতে চান, ডিভিশন বেঞ্চ গৃহবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছিল। তার বিরোধিতা করেছিল সিবিআই। সে জন্যই কি ফের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে তারা?

বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁদের হাতে ৪টি বিকল্প রয়েছে। তাঁরা সেটা বলতে পারেন। তাঁর প্রশ্ন, “সিবিআই কি সেই বিকল্পগুলি শুনতে রাজি আছে? নাকি তারা অন্য কিছু করতে চায়?”

বৃহত্তর বেঞ্চ সিবিআইকে জানায়, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশকে তো বেঞ্চের আদেশ বলা যাবে না। ফলে তা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করাও যাবে না।

এর পর কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে বলে, শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দিনগুলিতে আদালত হয়তো এই বিষয়ে শুনানি করতে পারবে না। তাই সেটাও মাথায় রাখতে হবে। ৫ মিনিটের বিরতি নিয়ে বেলা ১২টা ২৫-এ ফের শুরু জামিন মামলার শুনানি শুরু হয়। সিবিআইয়ের আর্জি খারিজ করে বৃহত্তর বেঞ্চ বলে, ইস্যুর ভিত্তিতে আবার সবটা শুনতে চাই। সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা জানতে চান “আমরা কী আবার বিস্তারিত বলব? না কি শুধুমাত্র মূল বিষয়গুলি জানাব?” তিনি আদালতকে ১৭ মে নিজাম প্যালেস চত্বরের ঘটনার বিবরণ দেন। বলেন,

‘‘সিবিআই অফিসে মুখ্যমন্ত্রী। বাইরে জনতা ইট ছুড়ছেন। এই মামলায় অভিযুক্তদের সশরীরে আনার প্রয়োজন ছিল আদালতে কিন্তু আনা যায়নি। পরিস্থিতি বুঝে ভার্চুয়াল মাধ্যমেই শুনানি করতে হয়েছিল।”

সিবিআইয়ের কাছে বেঞ্চ জানতে চায়, আপনাদের আর্জি কি ছিল? প্রশ্নের জবাব দেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই জে দস্তুর। বৃহত্তর বেঞ্চের এক বিচারপতির মতে সিবিআইয়ের আবেদন একটু ভাসা ভাসা ছিল। তাঁর কথায়, ‘‘জামিনের আর্জি খারিজ করার কোনও আবেদন করা হয়নি। তাই এই বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন ছিল যে, হাই কোর্ট নোটিস ছাড়া জামিনের আবেদনে স্থগিতাদেশ দিতে পারবে কি না।” বেলা পৌনে একটায় কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল জানান, “সিবিআই কেবল জামিন বাতিল করতে চাইছে না। নিজাম প্যালেসে ঘটনার দিন বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতেও তৈরি হতে পারে ভেবে মামলাটি অন্যত্র সরানোর আর্জিও জানিয়েছে তারা।” বেঞ্চ জানতে চায়, মামলা অন্য রাজ্যে সরানোর বিষয়ে যে ফৌজদারী মামলা করা হয়েছিল তার স্ট্যাটাস কী? জবাবে মেহতা জানালেন, এ সংক্রান্ত চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি আই পি মুখোপাধ্যায় জানতে চান, তদন্তের সময় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছিল কি না? জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী বললেন, তাঁদের কখনওই গ্রেফতার করা হয়নি।

অভিযুক্তদের তরফে আইনজীবী মনু সিঙভি বলেন, বিচারের সঙ্গে যখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জড়িয়ে রয়েছে তখন বিচার প্রক্রিয়াকে সতর্ক হতে হয়। তাঁর যুক্তি, প্রথমত, ৪০৭ ধারা ব্যবহার করে আগেই জামিন পাওয়া ৪ নেতা-মন্ত্রীর জামিনের নির্দেশে কি স্থগিতাদেশ দিতে পারে?

দ্বিতীয়ত, জামিনে স্থগিতাদেশ দেওয়ার আগে অভিযুক্তদের বক্তব্য না শোনাকে কি সুবিচার বলা হবে? তৃতীয়ত, জামিনের যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তার প্রাথমিকতার বিচার করলে একটা বিষয় স্পষ্ট, তা হল এই জামিনের নির্দেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসেনি। যার ফলে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হতে হয়েছে অভিযুক্তদের।

চতুর্থত, সিবিআই যা যা ইস্যু আদালতকে জানিয়েছে, তার ৯৫ শতাংশ ভিত্তিহীন।

প্রসঙ্গত, নারদ মামলায় ধৃত চার হেভিওয়েট নেতা সোমবারও স্বস্তি পেলেন না। ফিরহাদ-সহ চার নেতা আরও দু’দিন গৃহবন্দি। পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা বুধবার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনের শেষদিন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রদত্ত ভাষণের ভুয়সী প্রশংসা প্রদেশ বিজেপির

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.) : পঞ্চদশ রাজ্য বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের তৃতীয় তথা শেষদিন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রদত্ত ভাষণের ভুয়সী প্রশংসা করেছে প্রদেশ বিজেপি। প্রদেশ বিজেপির সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আজ সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসের হয়ে রূপম গোস্বামী বলেন, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, রাজ্যবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমের দ্বিতীয় মেয়াদের বিজেপি জোট সরকার সম্পূর্ণ সংকল্পবদ্ধ।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেওয়ার পর থেকেই ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা দিনরাত এক করে, অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়কদের নিয়ে রাজ্যের কল্যাণে যেভাবে তৎপরতার সঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তা রাজ্যবাসীর জন্য এক শুভ লক্ষণ। সদনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া ও তরুণ গগৈ এবং সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করছেন বিধানসভায় তা এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সর্বোপরি সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের মূল্যবোধের রাজনীতি শিরোধার্য করে ভবিষ্যতে রাজ্যবাসীর কল্যাণে দিবানিশি কাজ করে যাওয়ার যে সংকল্প মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, তার প্রতিও দরাজ গলায় প্রশংসা করেন প্রদেশ বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।

তিনি বলেন, গত পাঁচ বছর সনোয়াল সরকার বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলের সম-উন্নয়ন করতে যে স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়ে গেছে, সেই উন্নয়নের গতি বর্তমান সরকার আরও দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। রাজ্যে বসবাসরত সকল জাতি-জনগোষ্ঠীকে নিয়ে শান্তির অসম গড়ার সংকল্পেরও অত্যন্ত প্রশংসা করেন রূপম গোস্বামী। মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গৃহীত পদক্ষেপের দরুনই আজ অপহৃত ওএনজিসির কর্মচারীকে আলফা (স্বাধীন) ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, বিধানসভায় বক্তব্য প্রদানকালে মুখ্যমন্ত্রী আলফা-র প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠার যে আহ্বান জানিয়েছেন, অসবাসীর জন্য তা-ও এক ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন প্রদেশ বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।

রাজ্যের এক লক্ষ বেকারকে কর্মসংস্থান দিতে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানান গোস্বামী। দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি, কারবি আংলঙে শান্তি চুক্তির প্রচেষ্টা, মাইক্রো ফিনান্সের ঋণ মকুব, এনআরসির রি-ভেরিফিকেশন, রাজ্যে গো-মাংস নিষিদ্ধ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রতি বিজেপি দলের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান দলের প্রদেশ মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী। রাজ্যবাসীকে করোনা অতিমারি থেকে রক্ষা করতে অক্সিজেন উৎপাদন করা সহ ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপের ভুয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বলেন, গত সরকারে আমলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময় থেকে রাতদিন এক করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে নিরলস প্রয়াস জারি রাখার পাশাপাশি রাজ্যকে করোনা মুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন তা সমগ্র বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে। একমাত্র তাঁর সঠিক নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে অসমে করোনা দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো সংকটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছতে পারেনি। এর জন্যও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন রূপম গোস্বামী। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হোজাইয়ের বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ এক লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান ও মাইক্রো ফিনান্সের ঋণ মকুব করার মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে একজন কর্মতৎপর, পরিশ্রমী, কর্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগামী দিনে এ রাজ্য সুস্থিরভাবে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে আশা প্রকাশ করেন হোজাইয়ের বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ।

করিমগঞ্জে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস, সমস্ত দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ জেলা প্রশাসনের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর ঝাপ্টা সামলাতে দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের সতর্কতা বার্তায় সংশ্লিষ্ট বাহিনীও প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর প্রভাবে বুধ এবং বৃহস্পতিবার মধ্যরাত পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, অসম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা অথরিটি সমস্ত জেলাশাসকদের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। সে মোতাবেক জেলা প্রশাসন নদীতট এবং বন্যা হয় এমন সব এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

জেলা প্রশাসন অগ্নি এবং জরুরি পরিষেবা বিভাগ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স এবং অন্যান্য বাহিনীকে যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছে। প্রসঙ্গত, আজ সন্ধ্যায় করিমগঞ্জ সহ দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় দমকা হওয়ার সাথে বৃষ্টিপাত হয়েছে।

কারাবন্দি বিধায়ক অখিল গগৈ মানসিক রোগী, তিনি গুয়াহাটি মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন, বলেছেন হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.) : কারাবন্দি নবনির্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈ মানসিক রোগী। গত প্রায় চার মাস ধরে তিনি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এজন্যই তাঁকে বিধানসভায় অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আজ সোমবার বিধানসভায় বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

কোভিড প্রটোকলের মধ্য দিয়ে গত ২১ মে নবগঠিত পঞ্চদশ বিধানসভার ত্রিদিবসীয় অধিবেশনের আজ ছিল অন্তিম দিন। অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্যপাল প্রদত্ত ভাষণের ওপর গত দুদিন এবং আজ চর্চা হয়েছে। ওই চর্চায় কংগ্রেস বিধায়ক ভরত নরহ নবগঠিত আঞ্চলিক দল ‘রাইজর দল’-এর সভাপতি তথা প্রথমবারের মতো নির্বাচিত শিবাসগরের বিধায়ক অখিল গগৈকে শপথগ্রহণের দিন (২১ মে) বাসে করে, টেনে-হ্যাঁচড়ে আনা হয়েছিল। তা-ছাড়া বাকি দুদিন বিধানসভা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে তাঁকে কেন দেওয়া হয়নি জানতে চেয়েছিলেন ভরত নরহ। সে প্রসঙ্গে আজ অধিবেশনের শেষ দিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে অখিল গগৈ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

তিনি বলেন, অখিল গগৈ মানসিক রোগী। নির্বাচনের আগে থেকে আজ পর্যন্ত চার মাস যাবৎ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে প্যায়িং ক্যাবিনে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সদ্যনির্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈ বিচারাধীন বন্দি। কোভিড প্রটোকল মেনে তাঁকে অধিবেশনের প্রথম দিনই কেবল বিধানসভায় এসে বিধায়ক পদে শপথ নিতে এনআইএ আদালত অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে সেদিন যে আচরণ করেছিলেন তা অত্যন্ত ভয়ংকর। গোটা বিধানসভা চত্বর ঘুরেছেন, করমর্দন, কোলাকুলি, উচ্চবাচ্য করেছেন। এতে বিধানসভার অন্য সদস্যরা অভিযোগ তুলেছিলেন, কোভিড সংক্রমণ ছড়াতে এসেছেন অখিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভরত নরহ বলেছেন, অখিল গগৈকে সদনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত একজনকে কী করে সদনে বসাবেন? মেডিক্যালের ডাক্তাররা বলেছেন, এই মানুষটির মানসিক অবস্থা ভালো নয়। তাঁকে মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে। সেদিন সদনে এসে কোভিড প্রটোকল ভুলে এক বিধায়কের কাছ থেকে আরেক বিধায়কের কাছে গিয়েছেন। আমি এর পর চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অখিল গগৈ তো সুস্থ, তা হলে আপনারা তাঁকে হাসপাতালে রেখেছেন কেন? তিনি তো কারাগারে থাকতে পারেন। চিকিৎসকরা তখন আমাকে বলেছেন, এটাই তাঁর বেমার (রোগ)। সদনে এসে একের পর আরেকজনের কাছে যাওয়াটাই তাঁর রোগ।’ তিনি আরও বলেন, ‘সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে বিধায়ক অখিল গগৈকে খোলামেলা বাসে বসিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু বাসে বসেও অস্থিরতা দেখিয়েছেন তিনি।’

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা) বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ। তাঁর বিরুদ্ধে ‘মাওবাদী’ তথা ‘দেশদ্রোহী’র অভিযোগ এনে দুটি মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে ওই মামলাগুলির তদন্তের দাযিত্ব দেওয়া হয় এনআইএকে। অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে উজান অসমের চাবুয়া থানায় ছয়টি, ডিব্রুগড়ে একটি, গৌরীসাগর থানায় একটি, শিবসাগর থানায় একটি, টিয়ক থানায় একটি, যোরহাট থানায় একটি, গুয়াহাটির চানমারি থানায় একটি এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চে একটি মামলা রুজু হয়েছিল। তবে চানমারি থানা ছাড়া অন্য মামলায় ইতিমধ্যে জামিন পেলেও মূল অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৮ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি এনভি রামান্না, সূর্যকান্ত এবং অনিরুদ্ধ বসুকে নিয়ে তিনজনের ডিভিশন বেঞ্চ কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন। তাই এখনও তিনি গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি। তবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বর্তমানে তিনি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নবগঠিত রাইজর দল-এর সভাপতি অখিল গগৈকে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে শিবসাগর আসনে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁর দলের কর্মীরা। কারাবন্দি অবস্থায় শিবসাগর বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অখিল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী সুরভি রাজকুঁওরিকে ১১,৭৮২টি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। এর পর এনআইএ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কারাবন্দি বিধায়ক অখিল গগৈকে গত ২১ মে শপথ গ্রহণের দিন এসকোর্ট দিয়ে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শপথ গ্রহণের পর তাঁকে আবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নিক, দাবি বৈশাখীর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.)। অপপ্রচারের জন্য তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নিক। সোমবার এই দাবি করলেন ডঃ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘হিন্দুস্থান সমাচার’কে সোমবার দুপুরে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বৈশাখী বলেন, ‘‘আমি দু’দিন আগে রাতে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়েছিলাম বলে কুণালবাবু সেটা মধুচক্র বলে মন্তব্য করেছেন বহুল প্রচারিত চ্যানেলে। এটা অন্যায়, অশালীন। অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। এটা আমাকে যেমন ছোট করল, তেমন বর্ষীয়ান নেতা এবং রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রতবাবুকেও তো ছোট করল! কেন এরকম প্রকাশ্য মন্তব্যের দায়ে কুণালবাবুর বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে না? মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। আমি সুবিচার চাইছি।”

রাতে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ঘরে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈশাখী এই প্রতিবেদককে বলেন, “ওনার আইনজীবী আমাকে একটা ওকালতনামায় সই করে আনার অনুরোধ করেছিলেন। বস্তুত শোভনদারও একটা ওকালতনামায় সই করার দরকার ছিল। কিন্তু কুণালবাবু এবং রত্না এই সহজ বিষয়টি নিয়ে অযথা জল ঘোলা করেছেন।

এদিকে হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ এসেছে বৈশাখী দেবীর বিরুদ্ধে। নারোদা মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর জেলে নিয়ে যাওয়ার পরেই অসুস্থ বোধ করেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ, চিকিৎসকরা শোভন বাবুকে দেখতে এলে বৈশাখী ভিডিও রেকর্ডিং করতেন। তিনি অভিযোগ করতে শুরু করেন যে বাইরে থেকে করোনাভাইরাস এনে ওই কেবিনে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে শোভন বাবু এবং বৈশাখী করোনায় আক্রান্ত হন। বৈশাখী দেবী বারবার অভিযোগ করেন যে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে যেন কোনভাবে হাসপাতলে ঢুকতে না দেওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বৈশাখী অভিযোগ করেন, রত্না দেবী করোনা নিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাসপাতালে আসতে পারেন।

সূত্রের খবর, শোভন বাবু খাওয়া-দাওয়া ছাড়েননি বরং বৈশাখী দেবীর উদ্যোগে, দুজনে রীতিমতো হাসপাতালের মধ্যে ভুরিভোজ করেছেন। বৈশাখী কেবিন না পাওয়ার পর থেকেই মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের সামনে রীতিমত নাটক করতে শুরু করেন বলে সূত্রের খবর। তাঁর নাটকের প্রেক্ষিতে চিকিৎসকরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। যার ফলে তাঁকে মানে শোভন বাবুকে যে অন্য পাঁচটা রোগীর মত ছাড়া যায় না তা চিকিৎসকরা জানালেও মানতে রাজি হননি বৈশাখী দেবী এবং শোভন বাবু।

সূত্রের খবর, যেভাবে শোভন বাবু ও বৈশাখী দেবী এসএসকেএম হাসপাতালে এই মেডিকেল বোর্ড নিয়ে অনাস্থা প্রকাশ করেন তাতে লজ্জিত অন্য দুই ভর্তি থাকা নেতা। শোভন বাবু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মেডিকেল বোর্ডের কাছে লজ্জা ও ক্ষমা প্রকাশ করেন তাঁরা। আদালতের নির্দেশে অগ্রাহ্য করে যেভাবে শোভন বাবু মিডিয়ার সামনে তাঁর বক্তব্য ও অভিযোগ জানিয়েছেন নিজের থেকে বারান্দার জানালায় এসে তাতে এরই মধ্যেই তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এভাবে তিনি যে মিডিয়ার সামনে চলে আসতে পারেন তা জানতে পারেননি বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয় শোভন বাবু ও বৈশাখী দেবীর কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তাঁর বিরুদ্ধে আনা এইসব অভিযোগকে ‘উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার’ বলে অভিহিত করেন বৈশাখীদেবী। ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে তিনি সোমবার দুপুরে বলেন, ‘‘শোভনদা দিনে ২১টা ওষুধ খেতেন। দুবার ইনস্যুলিন নিতে হয় তাঁকে। উনি সত্যি মোটেই স্বস্তিতে নেই। এই অবস্থায় ভুড়িভোজ? যাঁরা এ সব রটাচ্ছেন, তাঁরা আদৌ মানুষ? শোভনদা সম্পর্কে আড়ালে নানা রোগের কথা রটানো হয়েছে। তা আমি চিকিৎসকদের কাছে জানতে চাইব না, কে কিসের ভিত্তিতে বলেছেন ওঁর সিরোসিস অফ লিভার হয়েছে?“

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুরক্ষাব্যবস্থা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বৈশাখীদেবী। তাঁর বক্তব্য, সিনিয়র চিকিৎসকরা বার বার এক ম্যাডামের অনুমতির কথা বলছিলেন। কোন ম্যাডাম। শোভনবাবুর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা আমি করেছি। রাতে ওঁর ঘরে দরজা ধাক্কানো হয়েছে। বলা সচ্ছে সপ্তর্ষি, মানে ওনার ছেলে বাবাকে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিতে সই করাতে গিয়েছিল সপ্তর্ষি। যেখানে বহিরাগতের হাসপাতালের কেবিনে ঢোকার ব্যাপারে আইনি নির্দেশ আছে, সেখানে কর্তৃপক্ষ কীভাবে এরকম ঢিলেঢালা ব্যবস্থা নেয়?হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনায় মৃত মনোরঞ্জন দাসের পরিবারের সাহায্যে পাটনি পরিষদ

কাটিগড়া (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত মনোরঞ্জন দাসের পরিবারের পাশে দাঁড়ালো বরাক ভ্যামলি পাটনি পরিষদের পশ্চিম কাটিগড়া আঞ্চলিক কমিটি।

উল্লেখ্য, গত ১৪ মে পশ্চিম কাটিগড়ার রাজ্যেশ্বরপুরের মনোরঞ্জন দাস করোনায় আক্রান্ত হয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি চলে যাওয়ায় দুই পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে তাঁর স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়েন। অস্বচ্ছল এই পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বরাক ভ্যাডলি পাটনি পরিষদের পশ্চিম কাটিগড়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে মৃতের স্ত্রীর হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। পাটনি পরিষদের সভাপতি রঞ্জিত দাস বলেন, সামান্যতম এই অর্থ প্রদান হচ্ছে পরিষদের সামাজিক কাজের এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। পরিষদের কর্মকর্তারা কোভিড বিধি মেনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করার জন্য পরিবারের সদস্য এবং গ্রামের মুরব্বিদের প্রতি আবেদন রাখেন। ভবিষ্যতে পাটনি পরিষদ এই পরিবারের সবধরনের সাহায্যের হাত বাড়াবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন রঞ্জিত কুমার দাস। কোভিড বিধি মেনে সম্ভব হলে তেরো দিনে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন ও অনাড়ম্বরভাবে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আবেদন রাখেন পরিষদের দুই সহ-সভাপতি বিজিত দাস, মিলন দাস, সহ-সম্পাদক সমর দাস প্রমুখ। তাঁরা উপস্থিত সকলকে ফেসমাস্ক পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, জ্বর কাশি হলে কোভিড টেস্ট করানো, প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দেন এবং সরকারের কোভিড বিধি মেনে চলার আবেদন রাখেন। সম্পাদক মনোধীর দাস এদিনই মনোরঞ্জন দাসের স্ত্রীর কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করেন। কোভিড টেস্টে ওই পরিবারের সকলের নেগেটিভ রিপোর্ট আসে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রঞ্জিত দাস, বিজিত দাস, মিলন দাস মনোধীর দাস, সমর দাস, কল্যাণময় দাস, নিলেন্দু দাস, মণ্টুরঞ্জন দাস, গোপেন্দ্র দাস, সুজন দাস প্রমুখ।

এফআইআর-এর পর বিতর্কিত সচিত্র টুইট সরিয়ে দিলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : সামাজিক মাধ্যমে ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের বিরুদ্ধে গিরিশ পার্ক থানায় দায়ের হয়েছে এফআইআর। বিভাস রায়চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি থানায় ওই বিজেপি নেতার নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

রাজ্যে মিটে গিয়েছে ভোটপর্ব। বিপুল আসনে জিতে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরেছে তৃণমূল সরকার। ভোট মিটলেও টুইটে রাজ্যের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনেছেন তথাগত রায়। কখনও আবার নিজের দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলেছেন। কটাক্ষ করেছেন বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়ানো টলিউডের অভিনেত্রীদেরও। গত কয়েকদিনে নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে তৃণমূল সরকারকে একাধিকবার বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন তথাগত। এমনকী পরপর বেশ কিছুদিন ভিডিও কিংবা খবরের প্রতিবেদনও শেয়ার করেছেন। সেরকমই একটি পোস্টের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়।

এই ব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, বিভাস রায়চৌধুরি নামে ওই ব্যক্তি বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। এই অভিযোগে বলা হয়েছে, শনিবার অভিযুক্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি টুইট করেন। সঙ্গে আবার একটি ভিডিও শেয়ার করেন।

সোমবার তথাগতবাবু এই প্রসঙ্গে ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন, ‘‘এখনও আমার সঙ্গে থানার কেউ যোগাযোগ করেনি। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে পুজো করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছিলেন ভিডিওতে। তার ভিত্তিতে আমি টুইট করেছিলাম। ওই ব্যক্তি এবং আমি দুজনেই ভিডিও ও টুইট সরিয়ে নিয়েছি।

অভিযোগকারী জানিয়েছেন, যে তথ্য পোস্ট করা হয়েছে, তা মিথ্যা। এর ফলে রাজ্যের সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। এমনকী হিংসা ছড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। মানুষের শান্তি নষ্ট হতে পারে। তারই ভিত্তিতে ওই অভিযোগ দায়ের করা হল। ইতিমধ্যে তথাগতবাবুর সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই মন্তব্য এবং ভিডিও খতিয়ে দেখে তদন্তও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তথাগতবাবুর বক্তব্য, “অভিযোগকারীর দাবি ওটা পুরনো ভিডিও। তা, পুরনো হলেও তো অপরাধ! ধর্মাচরণে কেন বাধায় দেওয়া হবে?“

করোনা রোগীর পরিবারের পাশে থাকার 'বন্ধুর নাম সুদীপ' হেল্প লাইন চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ মে।। সোমবার চড়িলাম গোল্ডস্টার ক্লাবে বন্ধুর নাম সুদীপ কর্মসূচিকে সামনে রেখে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী গোপীনাথ সাহা, শ্যামল দেবনাথ , আমির হুসেন সহ অন্যান্যরা।চড়িলাম এলাকার কোভিড ১৯ পরিসিতিতে চড়িলাম গোল্ডস্টার ক্লাবকে কন্টোলরোম হিসাবে ঘোষণা করা হয়।সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজসেবী গোপীনাথ সাহা বলেন করোনার পরিসিতিতে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে চারজন কে ইনচার্জ বানানো হয়েছে। চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে বন্ধুর নাম সুদীপ অরাজনৈতিক সংস্থার আত্মপ্রকাশ হলো। চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে করোনার মহামারীর মধ্যে যে সমস্ত পরিবার করোনা আক্রান্ত হবে ঐ সমস্ত পরিবারের লোকজন হোম আইসোলেশনে রয়েছে। তাদের পরিবারে দুই বেলা রান্না করা খাবার পৌঁছে দেবেন বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার যুবকরা। এছাড়াও যদি চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের কোন পরিবার করোনা আক্রান্ত হয়ে গাড়ির কোন ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সে ব্যবস্থা করবে বন্ধুর নামে সুদীপ সংসা।মহামারির এই দুর্সময়ে তাদের এই কর্মসুচীকে সাদুবাদ জানিয়েছে গোটা চড়িলামবাসি।

করোনা কারফিউ লঙ্ঘনের প্রবণতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। কারফিউ অমান্য করে রাজপথে এবং দোকানপাটে মানুষের ভিড় দিন দিন বেড়ে চলেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে।করোণা ভাইরাস সংক্রমনের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আগরতলা পুরনিগম এলাকায় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কারফিউ জারি করেছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ জারি রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল একাংশের মানুষজন বিনা প্রয়োজনে বাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। বেপরোয়াভাবে গাড়ি, অটো, টমটম ,বাইক, স্কুটি নিয়ে রাস্তায় বের হচ্ছেন। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত লোকজন ছাড়া অন্যান্যদেরকে বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের না হওয়ার জন্য। জনগণের জাতীয় অসুবিধে না হয় সে জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মাছ মাংস সবজি ইত্যাদির দোকান নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারি নির্দেশ কে তোয়াক্কা না করে একাংশের মানুষ বেপরোয়াভাবে রাস্তাঘাটে এবং দোকানপাটে ভিড় জমাচ্ছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নাকানি-চুবানি খেতে হচ্ছে পুলিশকে। কারফিউর অষ্টমদিনে রাজধানী আগরতলা শহরে দেখা গেছে মানুষ যেন কারফিউকে তোয়াক্কাই করছে না। পুলিশ অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে যানবাহন আটক করে জরিমানা আদায় করে চলেছে। অবৈধভাবে যে সব দোকানপাট খোলা হচ্ছে সেইসব দোকান মালিকদের কাছ থেকেও জরিমানা আদায় করছে পুলিশ। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে পুলিশের পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টকর। এই ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশালগড়ে জায়গা জবরদখলের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বিশালগড় থানার ঘনিয়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতে এক নিরীহ পরিবারের জায়গা জবরদখল করে রাস্তা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে শাসকদলের নেতারা। বাহুবল প্রদর্শন করেই বাড়ির জায়গা জবরদখল করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।বিশালগড় থানার অন্তর্গত ঘনিয়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ির জায়গা জোরপূর্বক দখল করে রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ উঠল ঘনিয়ামারা তিন নং ওয়ার্ডের চার জন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ শাসক দলের নেতা স্বপন দাস, কৃষ্ণ দাস, রবীন্দ্র দাস, নুকুল দাস শাসক দলের দাপট খাটিয়ে এলাকার শ্রমিক পরিবার গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ির জায়গা দখল করে রাস্তা তৈরির চেষ্টা করছে। রাস্তা তৈরির জন্য জায়গা জবরদখল করার করে গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ির সমস্ত গাছপালা কেটে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ করেছেন গৌরাঙ্গ দাস। এই চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গৌরাঙ্গ দাস বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেন। এ নিয়ে ঘনিয়ামাড়া তিন নং ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে চারজন শাসকদলের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না এলাকার মানুষজন। শাসকদলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করায় সোমবার সকালে চার বিজেপি নেতা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ করেন গৌরাঙ্গ দাস। গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ি তছনছ করার ফলে এক প্রকার হতবাক হয়ে যান হতদরিদ্র গৌরাঙ্গ দাস। শাসক দলের নেতাদের এহেন কার্যকলাপ সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরলেন গৌরাঙ্গ দাস।

ক্ষমতার অপব্যবহার করে যেভাবে জমি জবরদখল করে গাছপালা কেটে রাস্তা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

তেলিয়ামুড়ায় জুয়ার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিমুড়া, ২৪ মে।। নাইট কারফিউ চলাকালীন সময়ে তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই শ্যামল দেবনাথের কাছে গোপন খবর আসে তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায় মিঠু ভৌমিক নামে জনৈক এক ব্যক্তির বাড়িতে জুয়ার আসর বসে। সেই খবর মোতাবেক তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই শ্যামল দেবনাথ টি.এস.আর বাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়। আর এতেই আসে সাফল্য। রবিবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ মিঠু ভৌমিকের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে মিঠু ভৌমিক সহ বাড়িতে থাকা আরও চার জুয়াড়ি অমশের সরকার, মধু দেবনাথ, রামকৃষ্ণ দাস, ও সঞ্চিত দেবনাথ এই ৫ জুয়াড়ি কে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে মোট ২২১০ টাকা, তাস, ৩ টি মোবাইল ফোন সহ জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত একটি খাতা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার এসআই শ্যামল দেবনাথ বলেন, এ ধরনের অভিযান তাদের আগামী দিনেও জারি থাকবে।

প্রচার নয়, মানবতাই মহৎ, তাই করছেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ মে।। আজ মন্ত্রী তথা ৩১ আর কে পুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের নিজ উদ্যোগে নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে কোভিড আক্রান্ত রোগীর পরিবারের হাতে তুলে দেন স্বাস্থ্যকর প্রোটিন খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি ফল। রুগীদের শারীরিক খুঁজ খবর নিলেন। উ উনার নির্দেশ মতো উদয়পুর পৌর পরিষদের সদ্য প্রাক্তন পৌর পিতা শ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদার ,ত্রিপুরা প্রাইমারি মার্কেটিং কো- অপারেটিভ সোসাইটির উদয়পুর শাখার চেয়ারম্যান শ্রী বিক্রম দাস ,আর.কে.পুর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় বর্মন ,বিশিষ্ট সমাজসেবক অনুপ সরকার সহ এই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি এলাকার কার্যকর্তা গন এই মহতি কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন উ শুভানুধ্যায়ী ও সুনাগরিকরা উনার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।উনি সর্বদাই সকলের পাশে ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ওনার সঙ্গী সাথীরা। মানব সেবাই উনার রাজনৈতিক জীবনে মূল লক্ষ্য এই কথা মাথায় রেখেই বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় এই সব কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখতেন।উনি প্রচারে বিশ্বাসী নয় ,মানবসেবায় বিশ্বাসী। উদয়পুরের মানুষ এরকম একজন বিধায়ক পেয়ে গর্বিত বলে অনুগামীরা মত পোষণ করেন।

উদয়পুরেও কাজ করছে 'বন্ধুর নাম সুদীপ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ মে।। গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিদিন করোণা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলার পরিপ্রেক্ষিতে 'বন্ধুর নাম সুদীপ ' কোভিড মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোভিড পজিটিভ রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে।ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার গোটা রাজ্য জুড়ে বেশ কিছু বিধিনিষেধ লাগু করেছে। সোমবার সকালে ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বগাবাসা ও গুপি চৌমুহনী গ্রামের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সব বাড়িতে সেনিটাইজ করা হয়। 'বন্ধুর নাম সুদীপ ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে করোনা আক্রান্ত বিভিন্ন রোগীদের বাড়ি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বাড়ি ঘরে ভাইরাস মুক্ত করার জন্য এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকদের এই খবর জানান গোমতী জেলা পরিষদের সদস্য টিটন পাল। রাজ্যের শাসকদলের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এর যারা অনুগামী রয়েছেন তারা 'বন্ধুর নাম সুদীপ ' এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে। বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচি চালু রয়েছে। এছাড়া যে সকল মানুষ বাড়িঘরে অসুস্থ বা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ঐ সকল মানুষজন যদি' বন্ধুর নাম সুদীপ ' এই গ্রুপ কে ফোন করে তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে জানান টিটন পাল। 'বন্ধুর নাম সুদীপ ' এই গ্রুপের এই ধরনের সামাজিক ক কাজকর্ম দেখে বাগমা বাসীদের মধ্যে স্বস্তির পাশাপাশি অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।' বন্ধুর নাম সুদীপ' গ্রুপের প্রত্যেকটি সদস্য কে এলাকাবাসী অভিনন্দন জানিয়েছেন। সকলেই এই ধরনের কাজের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়ার প্রার্থনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।

ধ্বজনগরে দূর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ মে।। আবরো আগরতলা- সাব্রুম ৮নং জাতীয় সড়কের উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ধ্বজনগর ডনবস্কো স্কুলের সামনে আজ সাত সকালে সাইকেল ও বোলেরো পিক আপ গাড়ির সাথে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় বছর ৩৫ -এর ঐ এলাকারই যুবক সুমন দাসকে। সুমন জাতীয় সড়কে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থেকে কাতরাতে থাকলে স্থানীয় মানুষ উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের, খবর দিলে,ওনারা এসে আহত সুমন দাসকে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করেন। খবর লেখা অব্দি সুমন গোমতি জেলা হাসপাতালে চিকিতাধীন।এই ঘটনায় এলাকার মানুষ ও বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় সড়কে প্রায়শই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাবার কাঠ ফেক্টটিরে করোনার থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। নাগিছড়াস্থিত সরকারি রাবার উড ফ্যাক্টরিতে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত আটজন শ্রমিক। কিন্তু তারপরও হেলদোল নেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের। তীবর্র আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন কর্মীরা।

রাজধানী আগরতলা শহরের অনতিদূরে অবস্থিত নাগিছড়া টিএফডিপিসি অফিস। এখানে গড়ে উঠেছে রাজ্যের একমাত্র রাবার উড ফ্যাক্টরি। অফিসার, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী, কার্পেন্টার , শ্রমিকসহ টিএফডিপিসিতে তিনশত কর্মী কাজ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানটিতে এখনো পর্যন্ত আট জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো আটজন করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরও কেন্দ্রটি আপাতত বন্ধ রাখার কোন সার্কুলার জারি হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই তীব্র আতঙ্কের মধ্যে কাজ করতে আসেন কর্মীরা। জানা গেছে এখনো পর্যন্ত বড়জোর ত্রিশ জনকে করোনা টেস্ট করানো হয়েছে। এর মধ্যে আটজন করোনা পজেটিভ। অন্যান্যদের এখনো পর্যন্ত করোনা টেস্ট করানো হয়নি। ফলে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। তীব্র আতঙ্কের মধ্যেও যারা কাজ করতে এসেছেন তারা অভিযোগ করেছেন এই কেন্দ্রটিতে স্যানিটাইজার কোন ব্যবস্থা নেই। অবিলম্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে সার্কুলার জারি করে অফিস আপাতত বন্ধ রাখার জন্য দাবি জানিয়েছেন অনেকেই।

অবিলম্বে নাগিছড়া রাবার উড ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যেকোনো সময় যেকোনো কর্মীর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। এ জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কিন্তু দায় এড়াতে পারবেন না। এখন দেখার বিষয় কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

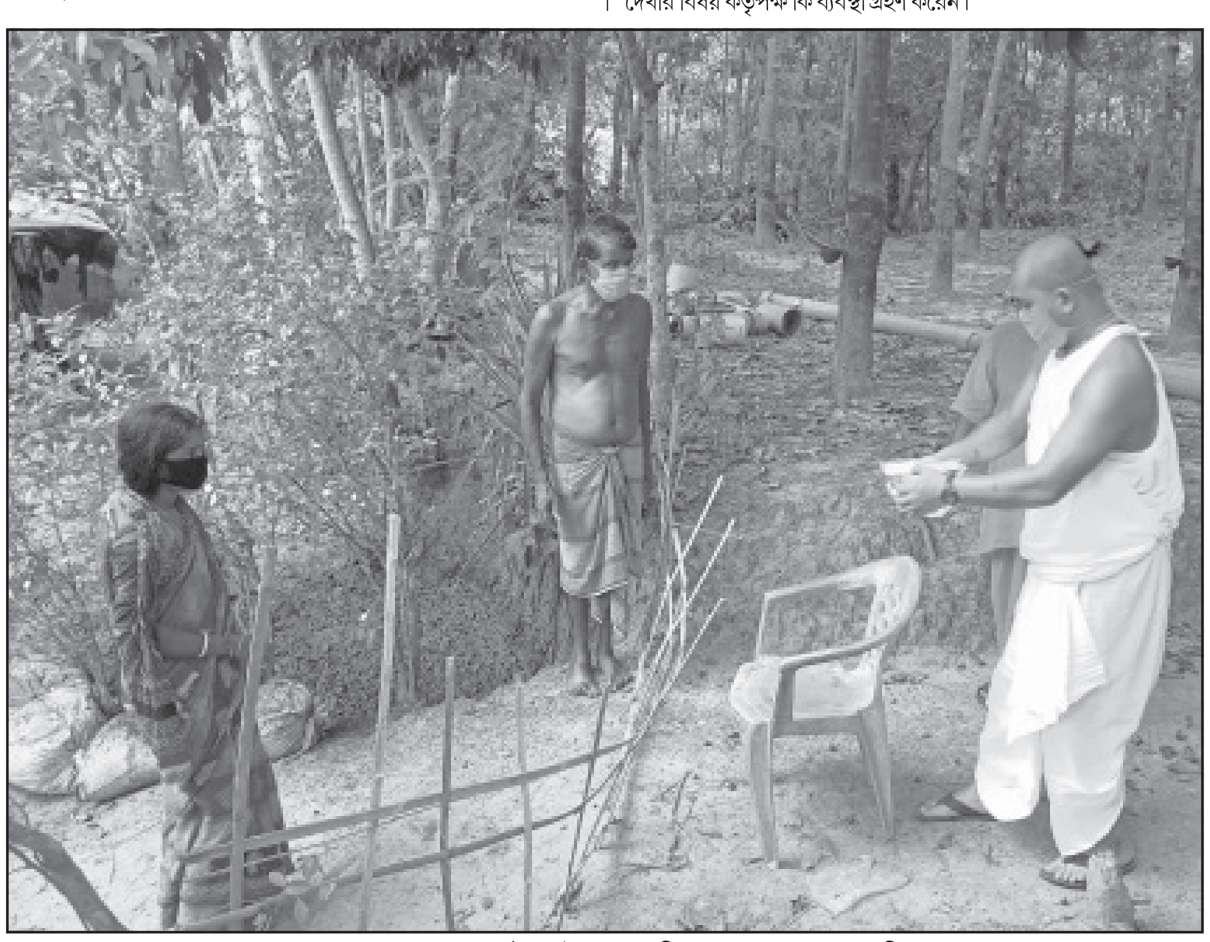

করোনা আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াল ইসকন। শান্তিরবাজার থেকে তোলা নিজস্ব।

ফের গার্হস্থ হিংসার শিকার এক গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ মে।। ফের গার্হস্থ হিংসার শিকার এক গৃহবধূ। শ্বশুর ও দেবরের মারে গুরুতর আহত গৃহবধু। বত্রিশ বছর বয়সী এই গৃহবধূর নাম পারিজা খাতুন।স্বামী সোহেল মিয়া। কর্মসূত্রে বিদেশে থাকে। স্বামীর অনুপসিতিতে পনের জন্য প্রতিনিয়ত তার ওপর অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ। বিয়ের সময় নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে আরও দু লক্ষ টাকা দাবি করে শ্বশুর। এনিয়ে নিত্যদিন অশান্তি, ঝামেলা সংসারে।টাকা এনে দিতে সোমবার ফের শুরু হয় ঝামেলা। একটা সময়ে শশুর এবং দেবর আচমকা হামলে পড়ে গৃহবধূর ওপর, লাঠি, কোদাল দিয়ে বেধড়ক প্রহার করে এমনকি আহত করে রাস্তার ধারে ফেলে রাখে।পরবর্তী সময়ে সানীয় কয়েকজন মিলে ঘটনাটি বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দফতরে জানায়। দপ্তরের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা বিশালগড় থানাদিন তেপারিয়া এলাকায়।

জনতার

● প্রথম পাতার পর

উনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ক্ষুব্ধ জনগন। রবিবার যখন এলাকার বিক্ষুব্ধ জনগন পানীয় জলের দাবিতে গ্রামে জড়ো হতে থাকে তখন গ্রামের নির্বাচিত এক প্রতিনিধি বিক্ষুব্ধ জনগনের উপর চড়াও হয় বলেও অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আসেন প্রধান উপ-প্রধান। শুরু হয় পাম্প সারাইয়ের প্রস্তুতি।

পাম্প অপারেটরের বক্তব্য পাম্পের মোটর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা দপ্তরে জানালে দপ্তর গরিমসি করে চলেছে। কিছু দিন পর পর ঠিকেদার পাঠিয়ে মোটর বদল করে দেয়। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, যেদিন থেকে পানীয় জলের পাম্পটি বিকল হয়ে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ ছিলো সেদিন থেকেই তড়িঘড়ি গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দ্রুত পাম্প সারাইয়ের ব্যাবস্থা নিলেন না কেন ? ৬ দিন পর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী যখন প্রতিবাদে নেমেছে তখন শুরু হয়েছে পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিদের দৌড়ঝাঁপ। ভোট বৈতরণী পার হবার মুহূর্তে দেখা যায় জনপ্রতিনিধিদের ঢালাও প্রতিশ্রুতি। আর মসনদে বসেই জনগনের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে চলে নানান তালবাহানা। এনিয়ে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা না হলে গ্রামবাসীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজন টুকু মনে করে নি। চন্দন বাবু ঠায় বসে রয়েছেন উনার পক্ষে ঘাঁটি গেড়ে। এদিকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করে আরো জানায়, এই যদি হয় একটি মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার নমুনা তাহলে মানুষ সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কতটুকু পাবে তার লাখ টাকার প্রশ্ন। তাছাড়া এলাকাবাসীদের বক্তব্য, চন্দন বাবুর খাম-খেয়ালিপনায় মৃত্যু হল জনৈক ওই ব্যক্তির।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

খবর নিলে ঘটনা অন্য মোড় নেয়।খবর নিয়ে নাবালিকার পরিবার জানতে পারে,অভিযুক্ত অপহরণকারী তারকপুর পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জসীম উদ্দিন পিতা মৃত নজিব আলি।যার পূর্বের দুটি বউ রয়েছে।

তড়িঘড়ি অপহৃত নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে কদমতলা থানায় অভিযুক্ত জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ভিন্নধর্মী নাবালিকা মেয়ে অপহরণ ও পরে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়। লিখিত অভিযোগ পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলাটি হাতে নিয়ে তদন্তে নেমে পড়ে। তদন্ত শুরু করে আজ দক্ষিণ কদমতলা এলাকা থেকে অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।সাথে অভিযুক্ত অপহরণকারী জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিসের হাতে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

এই ঘটনা নিয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, অভিযুক্ত জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আজ ধৃতকে পুলিশি রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

তবে পুলিসের শক্ত হাতের তৎপরতায় অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার ও অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়াতে গোটা কদমতলা এলাকায় জুড়ে চরমে উঠা উত্তেজনা কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে।

হোমে

● প্রথম পাতার পর

অতিক্রান্ত হবার পর এলাকার এক মহিলার নজরে পরে মেয়েটিকে। মেয়েটিকে দেখে উনার সন্দেহ হয়! খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর মহিলা থানায়। পুলিশ নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ধর্মনগর মহিলা থানায়। মহিলা থানার কর্ত্যবরত ডিউটি অফিসার খবর দেন ধর্মনগর চাইল্ড লাইনে। চাইল্ড লাইনের তরফ থেকে নাবালিকা মেয়েটির বাড়ির লোকজনদের সাথে যোগাযোগ এর চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত নাবালিকা মেয়েটিকে হোমে পাঠায় ধর্মনগর চাইল্ড লাইন।অপ্রাপ্ত বয়সে ভালোবেসে বিয়ে করে যে চরম পরিণতি হয়েছে তা থেকে অন্যান্যদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সরকার ও প্রশাসন বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে এ ধরনের কাজকর্ম অব্যাহত রয়েছে।

২৪ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ২২ হাজার ৩১৫ জন।

ভারতে লাগাতার কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৮৪,৬৮৩। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,০২,৫৪৪ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,০৩,৭২০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৪৫৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৩৭,২৮, ০১১ জন (৮৮.৬৯ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২৭,২০,৭১৬ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১০.১৭ শতাংশ)।

হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

গুহ। এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত তথ্য জানান।রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার আদালতে হলফনামা জমা দিলেই জানা যাবে করোনা মোকাবেলার জন্য অক্সিজেনের মজুদ সহ অন্যান্য পরিকাঠামো রয়েছে কিনা।

সেন্টার

● প্রথম পাতার পর

নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবে। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে পশ্চিম জেলার করোনা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলি উত্থাপন করা হবে।

এদেশে কি শুধু ক্রিকেটই চলে! আন্তর্জাতিক ফুটবলার এখন ইট ভাটার শ্রমিক

ভারতীয় ফুটবলে এখন কর্পোরেট বিনিয়োগ হয়েছে। ঝা চকচকে হয়েচে ভারতীয় ফুটবলের পরিসর। কিন্তু সেই চকচকে পরিধির বাইরেও অন্ধকার একটা কোণ রয়েছে। আর সেখানেই পড়ে থাকেন সঙ্গীতা সোরেনের মতো ফুটবলাররা। যাঁরা এদেশে নামেই ফুটবলার। যতই প্রতিভা থাক, ভারতীয় ফুটবল তাঁদের অবহেলা ছাড়া কিছুই দিতে পারে না।আন্তর্জাতিক স্তরে খেলা একজন ফুটবলার কি না কাজ করছেন ইট ভাটায়! সংসার চালাতে তিনি এখন ইট ভাঁটার শ্রমিক। বাবা দুবে সোরেন দৃষ্টিশক্তিহীন। তাঁর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব নয়। তাই সংসার হাল ধরতে ইট ভাটায় নেমে পড়েছেন সঙ্গীতা।সঙ্গীতার ভাইও ঠিকাশ্রমিক। ভাইয়ের নিয়মিত রোজগার হয় নেই। তাই সঙ্গীতাকে বাধ্য হয়েই শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে হচ্ছে। মাস চারেক আগে সঙ্গীতা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর কান পর্যন্ত পৌঁছয়নি।আপাতত সঙ্গীতার এই করুণ দশার কথা জানিয়ে ঝাড়খণ্ড সরকার ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি পাঠিয়েছে মহিলা সমিতি। সঙ্গীতার জন্য যেন একটি চাকরির ব্যবস্থা করা হয়, এমনই আর্জি জানানো হয়েছে সেই চিঠিতে।অনূর্ধ-১৭, ১৮ ও ১৯ স্তরে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সঙ্গীতা। অনূর্ধ-১৭ স্তরের ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে সঙ্গীতা ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ভূটান, থাইল্যান্ডে ভারতীয় দলের হয়ে দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন সঙ্গীতা। ২০১৮ সালেও অনূর্ধ-১৮ দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। রোজ সকালে প্র্যাকটিস। তার পর ইট ভাটায় শ্রমিকের কাজ। এভাবেই চলছে তাঁর জীবন সংগ্রাম। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কখনও ফুটল প্র্যাকটিস ছাড়ার কথা তিনি ভাবেননি। তবে আপাতত ঝাড়খণ্ডের সরকারি কর্তাদের ঘুম ভেঙেছে। তাঁরা সঙ্গীতাকে তড়িঘড়ি সাহায্যের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

দু”বারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে দল থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন নির্বাচকরা, জানালেন ক্লার্ক

তিনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। তাঁর অধিনায়কত্বে পরপর দু”টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। সেই রিকি পন্টিংকেই একসময় দল থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন নির্বাচকরা। সম্প্রতি এই ঘটনা খোলসা করেছেন মাইকেল ক্লার্ক।অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩৭৫টি একদিনের ম্যাচে ১৩৭০৪ রান করেছেন পন্টিং। ৩০টি শতরানের পাশাপাশি ৮২টি অর্ধশতরান রয়েছে। টেস্টেও তিনি অনবদ্য ছিলেন। ১৬৮টি ম্যাচে ৪১টি শতরান-সহ ১৩৩৭৮ রান করেছেন।এক ইউটিউব অনুষ্ঠানে ক্লার্ক বলেছেন, ”আমি অধিনায়ক হওয়ার পর রিকিকে দলে রাখার জন্য বেশ লড়াই করতে হয়েছিল। নির্বাচকরা বলেছিলেন, অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর একজন ক্রিকেটারের দলে টিকে থাকা বিরল ঘটনা। তাই আমি চাইলে রিকিকে বাদ দেওয়া হত।”একটু থেমে ক্লার্ক যোগ করেন, ”কিন্তু আমি নির্বাচকদের বলে দিয়েছিলাম, ব্যাটিংয়ের জন্য ওকে দলে দরকার আমাদের।

ওড়িশা মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশনের সেরা স্বীকৃতি

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের প্রাইভেট সেক্রেটারি তথা আইএএস ভি কার্তিকেয়ান প্রধানের নাম সম্মানীয় প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ডের জন্য ঘোষণা করেছেন ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারশন বা এফআইএইচ। বিশ্ব হকিতে দুর্দান্ত অবদানের জন্য কার্তিকেয়ানক এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে টুইট করে জানিয়েছে এফআইএইচ।উল্লেখ্য শনিবার ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারশন বা এফআইএইচের প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হন ভারতের নারিন্দর বাত্রা। এর কিছু সময় পরেই সংস্থার সেরা পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণাকে ইঙ্গিতপূর্ণ হিসেবেই দেখছে দেশের ক্রীড়া মহল। যদিও ওড়িশার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের প্রাইভেট সেক্রেটারি তথা আইএএস ভি কার্তিকেয়ান প্রধান নিজের যোগ্যতাতেই প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড জিততে চলেছেন বলে এফআই এইচের তরফে জানানো হয়েছে। ২০১৮ সালে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে সফলভাবে হকি বিশ্বকাপের আসর বসানো হয়েছিল। একাধারে অন্যান্য আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্টও সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই শহরে। ওই সব ইভেন্টকে কার্যকর করার পিছনে ওড়িশার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের প্রাইভেট সেক্রেটারি তথা আইএএস ভি কার্তিকেয়ান প্রধানের বিরাট বড় অবদান রয়েছে বলে ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারশনের তরফে জানানো হয়েছে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ ওই আইএএস-কে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ডের ভূষিত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ৪৭তম এফআইএইচ কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই ঘোষণার পরেই ভি কার্তিকেয়ান প্রধানকে টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেডি-র রাজ্যসভার সাংসদ ডক্টর অমর পট্টনায়েক। লিখেছেন, যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই এই স্বীকৃতি জিতেছেন কার্তিকেয়ান।প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ হিসেবে ওই আইএএসের অবদানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলেও জানিয়েছেন ডক্টর অমল পট্টনায়েক।

অভিযুক্ত সুশীল কুমারের পদক কেড়ে ফাঁসির শাস্তি দাবি নিহত কুস্তিগীর সাগর রানার পরিবারের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : অভিযুক্ত সুশীল কুমারের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করলেন নিহত কুস্তিগীর সাগর রানার পরিবারের লোকজন। তাঁরা চান, দ্রুত বিচার শেষ করে ফাঁসিতে ঝোলানো হোক দু”বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ীকে। তাঁদের আরও দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন সুশীল।

সাগরের মা বলেছেন, ”যে আমার ছেলেকে মেরেছে তাকে কোনওভাবেই শিক্ষক বলা চলে না। ও যা পদক জিতেছে সব কেড়ে নেওয়া উচিত। আশা করি পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করবে। কিন্তু সুশীল চেষ্টা করবে ওর রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগানোর।”

সাগরের বাবা অশোকের কথায়, ”আমরা বিচার চাই। পালিয়ে বেড়ানোর সময় ও কোথায় ছিল, কে আশ্রয় দিয়েছিল এবং কোন দুষ্কৃতিদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল তা খুঁজে বের করা দরকার। ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত যাতে বাকি লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়।” সাগরের কাকা আবার রাজনীতিবিদদের উপরে খাপ্পা। বলেছেন, ”হরিয়ানা এবং বিজেপি সরকার একবারও সান্তনাসূচক কোনও কথা বলেনি।”

এদিকে, সাগর রানা হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার নিচ্ছে দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখা। সোমবারই তাদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সুশীলকে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেসির বার্সেলোনায় শহরবাসীর ভোটেই তৈরি হচ্ছে ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নেপথ্যে ভারত, পাকিস্তানের মহিলারা

ফুটবলপাগল শহর হিসেবে পরিচিত বার্সেলোনা। ক্রিকেটের বিন্দুমাত্র পরিচিতি নেই সেখানে। প্রিয় ফুটবল ক্লাব এবং লিয়োনেল মেসিকে নিয়ে আচ্ছন্ন গোটা শহর। সেই বার্সেলোনাতেই এ বার গড়ে উঠতে চলেছে আস্ত ক্রিকেট স্টেডিয়াম, যার নেপথ্যে ভারত এবং পাকিস্তানের মহিলারা। সম্প্রতি ভোটের মাধ্যম নতুন খেলার পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বাসিন্দাদের ভোট দিতে বলেছিল বার্সেলোনা প্রশাসন। সাইক্লিং, ক্রিকেট-সহ ৮২২টি বিষয় ছিল তার মধ্যে। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে ক্রিকেটেই। এর পিছনে মহিলাদের অবদান অনস্বীকার্য বলে মন্তব্য করেছেন এক কর্তা।২০ বছরের পাকিস্তানি মহিলা হিলসা বাট জানিয়েছেন, বছর দুয়েক আগে ক্রিকেট খেলা শুরু হয় সেখানে। এক জিম প্রশিক্ষক খেলার ব্যাপারে বলেন। বার্সেলোনায় থাকা ভারতীয় এবং পাকিস্তানি মহিলারা তখন ক্রিকেটের নিয়ম কিছুই জানতেন না। লাতিন আমেরিকার এক রাগবি খেলোয়াড় এসে তখন ক্রিকেট শেখাতে শুরু করেন। তবে তিনিও কোনওদিন ক্রিকেট খেলেননি। ক্রিকেটের সঙ্গে ওই মহিলাদের পরিচয় হয় হিলসার বাবার মাধ্যমে। মনজুর একটি বেসবল মাঠে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। বাট বলেছেন, “আমরা ঠিকঠাক ক্রিকেট খেলতে চাই, যেখানে ১১ জন খেলোয়াড় থাকবে এবং টেনিস বলের বদলে আসল ক্রিকেট বল ব্যবহার করা হবে। তাই আমাদের একটা ক্রিকেট পিচ দরকার।”তবে স্টেডিয়াম তৈরির জন্য এত বড় সমতল জায়গা বার্সেলোনায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ঠিক হয়েছে মনজুর পাহাড়ের উপরে একটি কৃত্রিম পিচ বানানো হবে।

ইউরো কাপে পর্তুগালের ”হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা” সেই রোনাল্ডো

লিসবন: তিনি যেন হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা। স্বপ্ন দেখার লাইসেন্স। অসম্ভবকে সম্ভব করার চাবিকাঠি। তিনি যতক্ষণ দলে আছেন, অসম্ভব নয় কিছুই। তিনি অধিনায়ক, কিংবদন্তি এবং দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফরওয়ার্ড। তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ফ্রান্সকে হারিয়ে তাঁর নেতৃত্বেই ২০১৬ সালে প্রথমবার ইউরোপ সেরা হয়েছিল পর্তুগাল। সেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে সামনে রেখেই ইউরোর দল ঘোষণা করলেন কোচ ফের্নান্দো স্যান্টোস।ইউরোয় এবার শুরু থেকেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছে পর্তুগাল। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে ”এফ” গ্রুপে রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি ও হাঙ্গেরি। ১৫ জুন প্রথম ম্যাচে রোনাল্ডোদের প্রতিপক্ষ হাঙ্গেরি। আগামী ২৭ মে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে স্যান্টোসের। ইউরো কাপের জন্য ঘোষিত পর্তুগালের জাতীয় দলে অন্যতম চমক পেদ্রো গনসালভেস। ২২ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ড এর আগে কখনও দেশের হয়ে খেলেননি। ২০০২ সালের পরে আবার স্পোর্টিং লিসবনের পর্তুগিজ লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে মূল কারিগর ছিলেন পেদ্রো।একই সঙ্গে গত মার্চে জাতীয় দলে অভিষেক ঘটানো নুনো মেন্দেস ও জোয়াও পালহিনিয়াও দলে আছেন। ২৬ জনের দল ঘোষণা করে পর্তুগাল কোচ বলেছেন, ”আমি মনে করি, পর্তুগাল এ বারও খেতাবের অন্যতম দাবিদার।” ৩৬ বছর বয়সি রোনাল্ডোকে ঘিরেই দ্বিতীয় বার ইউরোপ সেরা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন পর্তুগালের সমর্থকেরা।তাঁদের আশা, ইরানের আলি দাইকে টপকে আসন্ন ইউরো কাপেই সি আর সেভেন নতুন কীর্তি গড়বেন। দেশের জার্সিতে এই মুহূর্তে সব চেয়ে বেশি (১০৯টি) গোল করার নজির রয়েছে আলির। রোনাল্ডোর গোল ১০৩টি। দেশের হয়ে ট্রফি ধরে রাখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত লক্ষ্য নিয়েও মাঠে নামবেন সিআরসেভেন, তাতে আর আশ্চর্যের কী ? তিনি যে পর্তুগালের ” মিশন পসিবেল ”।গোলরক্ষক: আন্তোনি লপস, রুই পাত্রিসিয়ো, রুই সিলভা। ডিফেন্ডার: জোয়াও কানসেলো, নেলসন সেমেদো, জোসে ফন্তে, পেপে, রুবেন দিয়াস, নুনো মেন্দেস, রাফায়েল গেহেইরো।

করোনাক্রান্ত শ্রীলঙ্কার দুই ক্রিকেটার ও কোচ, তবুও খেলা চলছে!

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছে শ্রীলঙ্কা। রবিবার অর্থাতআজ প্রথম ওয়ানডে। এদিন সকালেই জানা যায় যে, শ্রীলঙ্কার দুই ক্রিকেটার ইসুরু উদানা ও শিরান ফার্নান্ডোর সঙ্গে বোলিং কোচ চামিণ্ডা ভাসও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিরিজ হওয়া নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কিন্তু অনেকে এটা দেখে অবাক হন যে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের তিন সদস্য করোনাক্রান্ত হওয়ার পরেও কী করে ম্যাচ হচ্ছে!বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম-এর রিপোর্ট বলছে যে, ম্যাচের আগের দিন কোভিড পরীক্ষায় ইসুরু উদানা, শিরান ফার্নান্ডো ও চামিণ্ডা ভাসের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ভাস ও উদানার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। আবারও পজিটিভ আসে ফার্নান্দোর ফল। আইসিসি-র নিয়ম মেনে ফার্নান্দোকে আইসোলেশনে রেখে খেলা চালিয়ে যাওয়ায় কোনও অসুবিধা নেই। ফলে নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু হয়ে যায়। বিসিবি পরিচালক ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান জালাল ইউনুস জানিয়েছেন যে, গতকাল সকালে পরীক্ষা করিয়ে রাতে কোভিড রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, দ্রুততায় হয়তো কোনও ভুল হয়ে গিয়েছে। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, একমাত্র ফার্নান্দোই পজিটিভ, বাকিরা নেগেটিভ। ফার্নান্দোর কোনও কোভিড উপসর্গ নেই।

বার্সা থেকে বিতাড়িত সুয়ারেজই হিরো, সাত বছর পর চ্যাম্পিয়ন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে টিকে ছিল মাদ্রিদের দুই দল। অ্যাটলেটিকো এবং রিয়াল মাদ্রিদ। দুপয়েন্টে এগিয়ে ছিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। পয়েন্ট টেবিলের শেষের দিকের দল রিয়াল ভায়াদোয়িদের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছিল অ্যাটলেটিকো। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ ম্যাচে অ্যাটলেটিকো হারলেই কাপ উঠবে রিয়ালের ঘরে। তবে ভিয়ারিয়ালকে সেক্ষেত্রে হারতে হত রিয়াল মাদ্রিদের কাছে। লা লিগার শেষ লগ্নে এই ছিল পরিস্থিতি। বলা ভাল, নাটকীয় পরিস্থিতি। কিন্তু শেষবেলায় বাজি মেরে গেল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ভায়াদোয়িদের বিরুদ্ধে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষমেশ ২-১ ব্যবধানে মাচ জেতে অ্যাটলেটিকো। আর সেইসঙ্গে সাত বছর পর আবার লা লিগা চ্যাম্পিয়ন। বার্সা, মাদ্রিদের মতো হেভিওয়েটদের পিছনে ফেলে স্প্যানিশ লিগের খেতাব ঘরে তুলল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। লাল-সাদার দলে এখন খুশির অন্ত নেই।বার্সা থেকে তাঁকে প্রায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লুইস সুয়ারেজ কিন্তু বার্সাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তিনি একটা সময় আর্জি জানিয়েছিলেন, দরকার হলে তিনি সাইড বেঞ্চে বসে থাকবেন। তাও তাঁকে যেন ন্যু ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু কোচ রোনাল্ড কোম্যান জানিয়ে দেন, তিনি যে দল সাজিয়েছেন তাতে সুয়ারেজের প্রয়োজন নেই। ফলে কার্যত বাধ্য হয়েই বার্সা ছাড়েন উরুগুয়ের তারকা। চোখের জলে বিদায় জানান প্রিয় দলকে। ৬ বছর ছিলেন ন্যু ক্যাম্পে। মায়া কাটানো সহজ ছিল না তাঁর পক্ষে। তবে লা লিগা ছাড়েননি তিনি। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে যোগ দেন সুয়ারেজ। বার্সা থেকে বিতাড়িত সুয়ারেজ হয়ে ওঠেন অ্যাটলেটিকোর হিরো। সত্যিই, সময়ই হয়তো শেষ কথা বলে। সুয়ারেজ এদিন আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না। ম্যাচ শেষে ভিডিও কলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় অঝোরে কেঁদে ফেললেন।

লকডাউনে দুরাবস্থা, পরিবার চালাতে দিনমজুরের কাজে ভারতীয় ফুটবলার

দেশে বাড়ত থাকা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থামাতে বিভিন্ন রাজ্যে আরোপিত লকডাউনকে প্রাণের দায়ে সমর্থন করছে, তখন এই বিধি খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে অভিশাপেরই সমান। অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার গ্রাসাচ্ছাদনের সংগ্রামে নিয়োজিত থাকা দেশের বহু ভবিষ্যত। তাঁদেরই একজন ঝাড়খণ্ডের সঙ্গীতা সোরেন। যাকে পরিবার চালাতে ফুটবল ছেড়ে বেছে নিতে হয়েছে দিনমজুরের জীবন। চোখভরা স্বপ্ন নিয়ে ইটভাটায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন ভারতের মহিলা ফুটবল দলের সদস্য।লকডাউন যে কত কঠিন হতে পারে, তা অনুভব করেছেন সঙ্গীতা। স্বপ্ন ছিল সবুজ গালিচায় ফুল ফোটানোর। ভাগ্যের পরিহাসে ভালোবাসা থেকে কয়শো মাইল দূরে চলে এসেছেন ২০ বছরের ভারতীয় ফুটবলার। তাই তো বাস্তবকে মেনে নিয়ে নিজের গ্রাম বাঁশমুড়ির ইটভাটায় সকাল-বিকেল হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে চলেছেন দেশের প্রতিভাবান ফুটবলার। মনের কষ্টকে অবদমিত করে সঙ্গীতার এই জীবন সংগ্রাম দেখে বুক ভেঙে গিয়েছে ফুটবল মহলের।ভারতের অনূর্ধ ১৭ এবং ১৯ দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দেশের সিনিয়রদের ফুটবলে দলে ডাক পান সঙ্গীতা সোরেন। ২০২০ সালেই তাঁর জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর দাপটে কেঁপে ওঠে ভারত। সেই সঙ্গে লন্ডভন্ড হয়ে যায় সঙ্গীতার জীবন। সরকার লকডাউন ঘোষণা করতেই সীমাহীন দারিদ্রে ঢুবে যার তরুণ ফুটবলারের পরিবার। বাবা কার্যত অন্ধ, লকডাউনে কাজ খুঁজে না পেয়ে দিনমজুরের কাজে নেমে পড়েছেন সঙ্গীতার দাদা। পেট চালাতে একই কাজে যুক্ত হয়েছেন মা-ও। তাতেও সামাল দেওয়া মুশকিল হওয়ায় বাধ্য হয়ে ইটভাটার কাজে নেমে পড়েছেন সঙ্গীতা।এত লড়াইয়ের মধ্যেও তবু হাল ছাড়তে রাজি নন ২০ বছরের মহিলা ক্রিকেটার। জানিয়েছেন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মধ্যেই তিনি সুযোগ পেলেই ছুটে যান ধানবাদের ফুটবল স্টেডিয়ামে। কোনওমতে গা ঘামিয়ে আবার তিনি ফিরে আসেন নিজের কাজে। অন্তত নিজের জন্য জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়ে মাঠে নামাই তাঁর লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের ফুটবলার। এ লড়াইয়ে ঝাড়খণ্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাঁর পাশে আছে বলে জানিয়েছেন সঙ্গীতা।

SHORT NIT NO:-01/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22 date: - 18/05/2021 for the following works under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No	DNIT No	Estimate Cost	Earnest money
1)	DNIT NO. 01/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,28,061.00	Rs. 3281.00
2)	DNIT NO. 02/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,28,061.00	Rs. 3281.00
3)	DNIT NO. 03/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,28,061.00	Rs. 3281.00
4)	DNIT NO. 04/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,28,061.00	Rs. 3281.00
5)	DNIT NO. 05/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 2,79,148.00	Rs. 2791.00
6)	DNIT NO. 06/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 2,79,148.00	Rs. 2791.00
7)	DNIT NO. 07/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 2,79,148.00	Rs. 2791.00
8)	DNIT NO. 08/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 2,79,148.00	Rs. 2791.00
9)	DNIT NO. 09/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 2,79,148.00	Rs. 2791.00
10)	DNIT NO. 10/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,80,843.00	Rs. 3808.00
11)	DNIT NO. 11/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,80,843.00	Rs. 3808.00
12)	DNIT NO. 12/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,17,140.00	Rs. 3171.00
13)	DNIT NO. 13/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 2,76,526.00	Rs. 2765.00
14)	DNIT NO. 14/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 3,68,710.00	Rs. 3687.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to **4.00 PM on 02/06/2021** Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Divisioh office of **Kalyanpur & Agartala-I** in office hours.

(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Engineer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura

ICA-C-725/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 29/EE/DWS/DMN/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD, **up to 3.00 P.M. on 05-06-2021** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 56/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 57/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 58/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 59/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 60/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 61/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 62/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 63/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 64/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 65/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
11	DNIe-T No: 66/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class
12	DNIe-T No: 67/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 95,93,167.00	Rs. 95,932.00	180 days	Appropriate Class

- **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding :** 05/06/2021 **up to** *15.00 Hrs*
- **Date and Time for Opening of BID :** 05/06/2021 *at 16.00 Hrs*
- Document Downloading and Bidding at Application : ***https://tripuratenders.gov.in***
- Bid Fee : **Rs. 2,500.00 each** *(non refundable).*

All details are available in the ***https://tripuratenders.gov.in***

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/- Illegible
Executive Engineer
DWS Division, Dharmanagar,
North Tripura

ICA-C-744/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
e-PT-06/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.11/05/2021

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites **item rate e-tender** on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P M . of 31/05/2021 for the works vide:- DNIT.No. 01/SE/RDc-3/KGT-DIV/ 2021-22 Dt.11/05/2021,(ii) DNIT.No. 02/SE/RDc-3/KGT-DIV/2021-22 Dt.11/05/2021,(iii) DNIT.No. 03/SE/RDc-3/KGT-DIV/2021-22 Dt.11/05/ 2021,(iv) DNIT.No. 04/SE/RDc-3/KGT-DIV/2021-22 Dt.11/05/2021. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een1kgt@mail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- (Er. Surajit Bhattacharyya)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

ICA-C-738/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 27/PNIeT/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22, Date 15-05-2021

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District invites the percentage rated e-tender in single bid from the approved and eligible Contractors IFirmslAgencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MESI CPWDI Railway/ P&T /Other State PWD/ Central & State Sector undertaking and also from the registered firm/company and registered vehicle owner(only for SL No.7) for the work as detailed below.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No.05/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹ 1,39,79,543.00	₹ 1,39,795.00
2	DNIeT No.06/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹ 1,39,79,543.00	₹ 1,39,795.00
3	DNIeT No.07/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹ 1,39,79,543.00	₹ 1,39,795.00
4	DNIeT No.13/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹ 1,16,32,123.00	₹ 1,16,321.00
5	DNIeT No.14/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹ 1,36,85,781.00	₹ 1,36,858.00
6	DNIeT No.15/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹ 1,36,85,781.00	₹ 1,36,858.00
	DNIeT. No. 21/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 (2nd Call).	₹ 4,25,164.00	₹ 4,252.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 09.06-2021
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 09-06.2021 if possible Details tender notice may be seen in the office of (tie Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, UdaipuriKaktaban/ Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https:// www.triPuratenders.govin

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA-C-731/2021-22

PNIe-T No:- 05/PNIeT/EE/DWS/BLN/2021-22

e-Tender in 2(two) bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for Completion	Deadline for online bidding	Time & date of pre-Bid conference	Website for online biding	Time & date ofopening of online technical bid	Tender Fee
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Construction of 15 (Fifteen) Nos. Deep Tube Wells with Contractor's Direct Rotary Normal Power Drilling rig and other machineries, equipmentsunder various programmes including providing of ERW pipes, pea-gravels etc. under South Tripura District of Tripura State during the year 2020-21(Gr-I) **(2nd Call).** **DNIe-T No.: 22/ACE/PWS(DWS)/2020-21**	₹2,47,03,284.00	₹2,47,033.00	300 (Three Hundred) days	Upto 3.00 P.M on 15.06.2021	At 12.00 P.M on 28.05.2021	https:// tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M on 15.06.2021	₹5000.00

All details can be seen in the office of the undersignerd. **N.B.:** The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website **www.tripuratenders.gov.in** at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website **www.tripuratenders.gov.in**
For details **please** visit **www.tripuratenders.gov.in** **and for any query please contact:- 03823-224-812**

For and on behalf of Governor of Tripura.
Sd/- (Er. T. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura

ICA-C-718/2021-22

"Conserve Water and Save Life"

করোনা পরিস্থিতিতে টমটম চালকরা রাজ্য সরকারের কাছে সহায়তা দাবী করেছেন। ছবি নিজস্ব।

সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবিত সময় ১৫ জুলাই ও ২৬ অগাস্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : দ্য সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাব্য সময় ১৫ জুলাই ও ২৬ অগাস্ট। তবে কোন তারিখ কী পরীক্ষা হবে তা ১ জুন প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে আরও কয়েকটি বৈঠক হবে নিজেদের মধ্য। সঠিক কী পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়ে স্থির হবে। বোর্ডের পরীক্ষা হবে অফলাইনে। আবার একাংশ অবশ্য পরীক্ষা না নেওয়ার পক্ষেই জোর সওয়াল তুলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও পরীক্ষা বাতিলের দাবি উঠেছে। তবে সূত্রে খবর, সিবিএসই প্রস্তাব দিয়েছে ১৫ জুলাই থেকে ২৬ অগাস্টের মধ্যে। রেজাল্ট বেরোবে সেপ্টেম্বরে। ১ জুন এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

তবে নিয়ম মেনে চিরাচরিত পদ্ধতিতে হবে না। সিবিএসই প্রস্তাব দিয়েছে তিন ঘণ্টার পরিবর্তে মাত্র দেড় ঘণ্টার হবে। এই বিষয়ে বৈঠক হয়েছে উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবদের মধ্যে। বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব এসেছে।

যদি প্ল্যান বি গৃহীত হয় তাহলে পরীক্ষার প্যাটার্ন বদলে যাবে। দেড় ঘণ্টার পরীক্ষার হলে এমসিকিউ প্যাটার্নের অর্থাত সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্নই হবে। যাতে পরীক্ষার্থী এই উত্তর দিতে পারে।

পরীক্ষার্থীদের একটি ভাষা ও তিনটি সাবজেক্টের পরীক্ষা দিতে হবে। এমনটাই সূত্র খবর। প্রথম পর্বের পরীক্ষা হবে জুলাই ১৫ থেকে অগাস্ট ১ তারিখ অবধি। আর দ্বিতীয় পর্বে এই পরীক্ষার তারিখ ৮ অগাস্ট ২৬ তারিখ অবধি।এদিকে কোনো পরীক্ষার্থীর যদি কোভিড ১৯ হয় তাহলে বোর্ড তাদের দ্বিতীয় পর্বে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেবে। তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে তারা পরীক্ষা দেবে। তবে আদৌ এই সুযোগ দেবে কিনা তা ১ জুন জানা যাবে।

কদমতলায় প্রতিবেশী দুই পরিবারের সংঘর্ষে আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি,চুরাইবাড়ি, ২৪ মে।। ঝাড়ের বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মারামারিতে গুরুতর আহত উভয়পক্ষের চারজন। উভয়ের তরফ থেকে কদমতলা থানায় অভিযোগ দায়ের। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত মনফর আলী। অপর অভিযুক্ত আকরম আলী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।সাথে গুরুতর ভাবে আহত হন অপর পক্ষের শাশুড়ি সমরতা বিবি ও বৌমা।ঘটনা কদমতলা থানা এলাকার সরসপুর গ্রামে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সমর্বতা বিবি স্বামী মৃতঃ সমর আলীর দীর্ঘদিন থেকে উনার দুই দেবর মনফর আলী ও আকরাম আলীর মধ্যে জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ চলছিলো। দুই দেবরের মধ্যে আকরাম আলী ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল এবং অপরজন মনফর আলী জম্পুই ব্লকে চাকুরীরত।দীর্ঘদিন থেকে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা চলছিলো তিন ভাইয়ের মধ্যে। তাদের মধ্যে দুই ভাই প্রতাপশালী থাকায় বড় ভাই মৃত সমর আলীর পরিবারকে বঞ্চিত করে এবং জায়গা সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ।এ নিয়ে বহু বার পঞ্চায়েতি সালিশি সভার মাধ্যমে মিটমাট করার চেষ্টা করলেও দুই দেবর পঞ্চায়েতের আদেশ মানতে নারাজ। তা নিয়ে পূর্বেও থানাপুলিশ গড়িয়েছিলো। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। অনুরূপ গতকাল দুপুরে অভিযুক্ত দুই ভাই মনফর আলী ও আকরম আলী মিলে মৃত বড় ভাইয়ের সীমানায় বাঁশ কাটতে গেলে বৌদি সমরতা বিবি বাধা প্রদান করেন। আর তাতেই বাধে বিপত্তি। দুই দেবর আকরাম ও মনফর মিলে দা ও লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করেন সমরতা বিবি ও উনার ছেলের বউকে,বলে তাদের অভিযোগ।সাথে অল্পবিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হয় দুই দেবরও।পরে গুরুতরভাবে আহত শাশুড়ি ও বৌমা কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে চিকিৎসা করান।সাথে দুই দেবরের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে এসে মনফর আলীকে গ্রেপ্তার করে। আজ ধৃতকে জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি অপর অভিযুক্ত আকরাম আলী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তাকে এখনো গ্রেপ্তার করনি পুলিস।

এদিকে এলাকাবাসী জোরালো দাবি তুলেন, সমরতা বিবি ও উনার দুই দেবরের সম্পত্তির দীর্ঘদিনের সমস্যা নিরসন হউক।

এখন দেখার বিষয়, কদমতলা থানার পুলিশের সুষ্ঠ তদন্তক্রমে গুরুতরভাবে আহত অসহায় শাশুড়ি ও বৌমা কতটুকু ন্যায় বিচার পান। নাকি প্রতাপশালী দুই দেবরের প্রতাপে কদমতলা থানার পুলিশও নতজানু করে?

ধর্মনগরে উপপ্রধানের গাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে নৈশকালীন কার্ফু চলাকালে শাসকদলীয় উপ-প্রধানের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে । করোনা সংক্রমণ রোধে গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন ভোর ৫ টা পর্যন্ত নৈশকালীন কার্ফু। রাজ্যের জনগণ এই নৈশকালীন করোনা কার্ফু যাতে সঠিকভাবে পালন করে তার জন্য পুলিশ প্রশাসন যথেষ্টভাবে সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু ইদানিংকালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কার্ফু চলাকালীন সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাতের আধারে নিশিকুটুম্বদের দৌরাত্ম্য অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। কখনো রাতের আধারে গৃহস্থের ঘর থেকে বাইক চুরি তো কখনো ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে পর পর থাবা বসাচ্ছে চোরের দল।

একদিকে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে চলছে অর্থনৈতিক সংকট, এরই মধ্যে নিশিকুটুম্বদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ জনগনের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। এককথায় নৈশকালীন কার্ফুতে প্রহরারত পুলিশকে ঘুমে রেখেই চোরের দল তাদের হাত সাফাই অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করছে বলেই একাংশের অভিযোগ ! শাসকদলীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে দুস্কৃতিকারীরা।

প্রতিদিনের ন্যায় নৈশভোজ সেরে বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি আনুমানিক ১টা নাগাদ গাড়িতে অগ্নিসংযোগের আঁচ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন গাড়িতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ধর্মনগর সোনারুবাসা ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসকদলীয় উপ-প্রধান গোবিন্দ দেবনাথের হুন্ডাই কোম্পানির টিআর ০৪-বি-০৪৯৭ নম্বরের একসেন্ট গাড়িটির অধিকাংশই পুড়ে যায়।এ বিষয় নিয়ে উপ-প্রধান ধর্মনগর থানায় একটি লিখিত মামলা দায়ের করেছেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে ওনার কারো সাথে দ্বন্দ্ব নেই এলাকায়। কিন্তু কে বা কারা এ ধরনের অগ্নিসংযোগের কাণ্ড ঘটিয়েছে তা তিনি এখনো বুঝে উঠতে পারেননি।

কারফিউ চলাকালীন রাতের আধারে চুরি একাধিক মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি,চুরাইবাড়ি, ২৪ মে।। নাইট কারফিউতে পৃথক পৃথক দুটি ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে নিশিকুটুম্বদের হানা। মন্দিরে দানবাক্সের তালা ভেঙ্গে নগদ অর্থ সহ মন্দিরের দামি আসবাব পত্র নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা কদমতলা থানাধীন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নরসিংহ বাড়ি ও সন্ন্যাসী বাড়ি আশ্রমে।কদমতলা পুলিশের লোক দেখানো বরং।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন দেশের সাথে প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে। সেই সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিধি নিষেধ জারি করেছে। পাশাপাশি গত ১৯ মে থেকে রাজ্য ব্যাপী নাইট কারফিউ জারি করেছে রাজ্য সরকার। সেই নাইট কারফিউ শুরু হওয়ার পর নিশিকুটুম্বদের উৎপাত মাত্রাধিক ভাবে বেড়েছে। প্রতিদিন গৃহস্থের ঘর সহ দোকানপাট ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাদ যাচ্ছেনা চোরের হাত থেকে।তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাইট কারফিউতে পুলিশি নিরাপত্তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে।তেমনি গতকাল গভীর রাতে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐতিহ্যবাহী নরসিংহ বাড়ি ও সন্যাসী বাড়ি আশ্রমে তান্ডব চালায় চোরের দল।দুটি মন্দিরে থাকা ৬ টি প্রনামি বাক্সের তালা ভেঙ্গে প্রচুর পরিমানে নগদ অর্থ সহ দামি আসবাবপত্র নিয়ে যায় চোরের দল।আজ সাজ সকালে সানীয় লোকজন মন্দিরের দরজার তালা ভাঙ্গা ও প্রনামির বাক্স ভাঙ্গা দেখে কদমতলা থানায় খবর দেন।কদমতলা থানার পুলিশ লোক দেখানোর নামে চুরি যাওয়া দুটি আশ্রম পরিদর্শন করলেও চোরের কোন হদিস পায়নি।তবে সানীয়দের বক্তব্য,নাইট কারফিউ জারি হওয়ার পর থেকে পুলিশ রাতের টহলদারি লাঠে তুলেছে।তাই গোটা কদমতলা এলাকায় সানীয় জনগন চোরের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।সানীয়রা কদমতলা থানার পুলিশের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আজ থেকে ঐ দুটি এলাকায় পাহাড়া শুরু করবেন বলেও জানান সানীয় জনগন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির ভার্চুয়াল সভা

আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে আজ ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ আলী পৌরহিত্যে কার্যকরী কমিটির ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয় ।সবার প্রথমে ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার। ইউনিয়ন বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের বিশাল সংখ্যক ভ্যাকসিন নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে যে সমস্ত চিত্র সাংবাদিক এবং সাংবাদিক তাদের পরিবারে কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার এবং ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য তিনজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।তাদের মধ্যে রয়েছে যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে এবং রঞ্জন রায় সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষ গোপ। মহাকুমার সাংবাদিকদের মধ্যে যারা এখনো ভ্যাকসিন নিতে পারেননি তারা যেন ওই কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাছাড়া ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের কোভিড সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতার জন্য ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন খোলা হয়েছে।

নম্বরটি হলো ৮৮৩৭৩২৮৩০৯ এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত চিত্র সাংবাদিক এবং সাংবাদিক করুনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন তাদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিকদের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউনিয়ন তাদের পাশে থাকবে। এই ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ আলী সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার সহ-সভাপতি জামাল উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে এবং রঞ্জন রায় সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষ গোপনএছাড়া কার্যকরী সদস্য অভিষেক সাহা, বাপি রায় সুরজিৎ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফের বিশ্বভারতীর আচার্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বোলপুর, ২৪ মে (হি. স.) : ফের আগামী তিন বছরের জন্য বিশ্বভারতীর আচার্য নিযুক্ত হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে তৃতীয়বারের জন্যে তিনি আবারও এই পদে আসীন হলেন। সোমবার বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মসচিব এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক রামনাথ কোবিন্দ আগামী তিন বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আবারো বিশ্বভারতীর আচার্য হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। ২০২১ সালের ১৮ মে থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। আগামী তিন বছরের জন্য তিনি বিশ্বভারতীর আচার্য পদে আসীন থাকবেন।ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এই সিদ্ধান্তের কথা ইমেল মারফত বিশ্বভারতীকে জানিয়ে দিয়েছে। গত ১০ মে ভ্যারচুয়াল মাধ্যমে বিশ্বভারতী কর্ম সমিতি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে অন্যতম এজেন্ডা ছিল পরবর্তী আচার্যের জন্য তিন টি নাম সর্ব সম্মতি ক্রমে বাছাই করা।

ইয়াস নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র মমতা ও নবীনদের সঙ্গে বৈঠক অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় ”ইয়াস” নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় রাজ্যগুলি কতটা তৈরি সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবারের ওই বৈঠকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি। এ ছাড়া আন্দামান ও নিকোবরের উপ-রাজ্যপালও বৈঠকে ছিলেন। বৈঠকে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় রাজ্যগুলিকে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৩৫টি টিম (দু”টি উত্তর বঙ্গে ও ৩৩টি দক্ষিণবঙ্গে) পৌঁছেছে। সোমবারই পাঁচটি এনডিআরএফ টিম পৌঁছেছে ওডিশায়। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী বুধবার সন্ধ্যায় ওডিশার পারাদ্বীপ ও পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপের মধ্যে দিয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে ইয়াস। তার প্রভাবে মঙ্গলবার থেকেই শুরু হবে ঝড়বৃষ্টি। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশা নয়, ইয়াস-এর প্রভাব পড়তে পারে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও। তাই সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা সেরে রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এবার আঠারো উর্ধদের অন সাইট রেজিস্ট্রেশনে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি. স.): এবার আঠারো উর্ধদের ভ্যাকসিনেশনের জন্য অন সাইট রেজিস্ট্রেশনে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র। এত দিন ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের জন্য টিকা পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল কো-উইন অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন। তবে ভ্যাকসিন নষ্ট যাতে না হয়, তার জন্য এবার কম বয়সীদেরও ওয়াক ইন রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনল কেন্দ্র।

সোমবার এক বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্র জানিয়েছে, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেও কেউ কেউ টিকা নিতে আসছেন না। ফলস্বরূপ নষ্ট হচ্ছে করোনা টিকা। তাই ‘ওয়াক ইন’ পদ্ধতিকে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রেও অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। তবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ‘অন সাইট’ রেজিস্ট্রেশন নির্ভর করবে রাজ্য সরকারের ওপর। স্থানীয় বিষয় বিবেচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কেন্দ্র জানিয়েছে সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের টিকাকরণ কেন্দ্রেই অন সাইট রেজিস্ট্রেশন চালু করতে পারে রাজ্যগুলি।

ভ্যাকসিনেশনের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রথমের দিকে করা হয়েছে, তার কারণ হল সেই সময় যাতে ভিড়ের জমায়েত না হয় একটি সেন্টারে সেই বিষয়টিকে নজর দেওয়া হয়। এদিকে, পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে এই বয়সসীমার মানুষের ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে ফেসিলিটি থেকে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিনের নষ্ট হওয়া কমাতে ও দ্রুত ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে তৎপরতা বেড়েছে সরকারের তরফে। এই তৎপরতার ফলে আশা করা যাচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতিতে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে ভ্যাকসিনেশন।

ক্রমেই গতি বাড়াচ্ছে ইয়াস কাল দুপুরেই আছড়ে পড়তে পারে বালেশ্বর আর দিঘার মাঝামাঝি

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : ক্রমেই গতি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। সোমবার মৌসম ভবন সূত্রে খবর, গত ৬ ঘণ্টা ধরে ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার গতিবেগে এগোচ্ছে ইয়াস। এই মুহূর্তে দিঘা থেকে ৬১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে এই ঘূর্ণিঝড়। বুধবার দুপুরে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রূপে ইয়াস ওড়িশার পারাদ্বীপ ও পশ্চিমবঙ্গের সাগরের মধ্যে ওড়িশার বালেশ্বরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে বলেই পূর্বাভাস।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় এই মুহূর্তে ১৬ ডিগ্রি ৫ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯ ডিগ্রি ৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থান করছে। এই মুহূর্তে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৬৩০ কিলোমিটার উত্তরে উত্তর-পশ্চিম, ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে ৫২০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব, ওড়িশার বালেশ্বর থেকে ৬২০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দিঘা থেকে ৬১০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে ইয়াস। বুধবার সকালের মধ্যে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রূপে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার স্থলভাগের কাছে পৌঁছনোর কথা ইয়াস-এর।

মঙ্গলবার রাতের মধ্যে ইয়াস শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে বলেই জানিয়েছে মৌসম ভবন। আরও উত্তর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বুধবার সকালের মধ্যে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রূপে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার স্থলভাগের কাছে পৌঁছনোর কথা ইয়াস-এর। তার পর বুধবার দুপুরে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রূপে ইয়াস ওড়িশার পারাদ্বীপ ও পশ্চিমবঙ্গের সাগরের মধ্যে ওড়িশার বালেশ্বরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে বলেই পূর্বাভাস।

ইয়াস-এর প্রভাবে সোমবার বিকেল থেকেই রাজ্যের উপকূল এলাকায় ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইবে বলে জানা গিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় যত স্থলভাগের দিকে এগোবে তত তার গতিবেগ বাড়বে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলি অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসায় তদন্ত দাবি করে রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি প্রবুদ্ধ সমাজের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ ভোট পরবর্তী হিংসাকে ঘিরে এবার রাজ্যের প্রবুদ্ধ সমাজের একাংশ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের দ্বারস্থ হলেন। প্রবুদ্ধ সমাজের একাংশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে দাবি করা হয়েছে, ভোট-পরবর্তী হিংসার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল (সিট) গঠন করা হোক। যার ফলে এই বিশেষ দল দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে পারবেন বলে রাষ্ট্রপতিকে কাছে স্মারকলিপিতে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এও বলা হয়েছে, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ একটি আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী রাজ্য সেহেতু এখানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি (এনআইএ) সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো হলে দেশের সংস্কৃতি ও একতা বজায় রেখে দেশবিরোধী হামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা সম্ভব হবে।

জানা গিয়েছে, ওই স্মারকলিপিতে সাক্ষরকারীদের মধ্যে ১৭ প্রাক্তন বিচারক, ৬৩ জন প্রাক্তন আইএএস-আইপিএস আধিকারিক, ১০ জন প্রক্তন রাষ্ট্রদূত এবং ৫৬ জন প্রাক্তন ভারতীয় সেনার প্রবীণ আধিকারিকরা রয়েছেন। তাদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পর রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তের হিংসার ঘটনা বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি খুন, নারী নির্যাতন, বলাৎকার, সম্পত্তির লোপাট মতো ঘটনাও ঘটছে।

এমনকি ওই স্মারকলিপিতে এও দাবি করা হয়েছে, ভোট-পরবর্তী হিংসায় ক্ষতিগ্রস্থ এবং নিহতদের একটি বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হোক। এই ঘটনার শিকার হয়েছেন বহু মহিলা, পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষেরা। এ নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।